রেবা

কিরণচাঁদ দরবেশ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বারাণসী
১৩৪৮

প্রকাশক ঃ

শ্রীনরোত্তম দাস

৫-এ, আউধ ঘর্‌বী, বারাণসী।

এক টাকা

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীপরেশনাথ ঘোষ

সরলা প্রেস, বারাণসী।

নিবেদন—

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে 'রেবা' ছাপা হইয়াছিল; সে বই কবেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এ যুগে 'রেবা' পুনরায় ছাপাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কয়েকটি বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জানি না ভালো কি মন্দ করিলাম।

প্রথম সংস্করণ ১৩২৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৮

সোদর-প্রতিম বন্ধু

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাগ্‌চী

কর-কমলে-

বন্ধু,

এ নহে কবিতা শুধু—এ যে ইতিহাস,
সেই ক'দিনের মধু আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
সেই প্রীতি সেই তৃপ্তি সেই আস্বাদন,
সেই কাব্য কাকলিয়া নিশি জাগরণ ;
তিনজনে মনে প্রাণে মিলন সরস,
মিথ্যার ধূলায় সেই সত্যের পরশ।
আমার হিয়ার দলে হের এই গাঁথা,—
হারানো দিনের সেই লও ক'টি পাতা।

বারাণসী
দোল-পূর্ণিমা
২৯ ফাল্গুন, ১৩২৮

দয়াবেশ

সূচি

রেবা

ধীরে বালা, ধীরে !
মৃদুল মধুর কুলু-কুলু নাদে
বাজাইয়া বীণাটিরে,
বহ—সুধীরে ।

এখনো তো তোর ফু'টে নাই কলি,
এখনো হাসেনি চাঁদ ;
মধু-লোভাতুর সুচতুর অলি
পাতেনি প্রেমের ফাঁদ ।
লয়ে মঙ্গল বরণের থালা
আসে নাই তীরে নন্দন-বালা,
সাগর জানেনা অমিয়-উজালা
ও-রূপের সংবাদ ;
এখনো যে তোর বালিকা বয়েস,
হৃদয়ে অফুট' সাধ ।

[রেবা]

পাতিয়া সবুজ শষ্প বিছানা

তব চারু তটখানি,

শুনাইতে সবে তোমার গাহনা

ডাকে নাই হাত ছানি

তব তীরে তীরে বকুলের বনে

জাগেনি কোকিলা মদির স্বপনে,

মুগ্ধ মলয়া বিহ্বল মনে

শুনে নাই সে কাহিনী

সরম-ক্ষুব্ধ ললিত অধরে

এখনো যে আধ বাণী :

একদিন তোর বহিবে অঙ্গে

খর যৌবন বান ,

পুলকে অকূল নাচিবে রঙ্গে

শুনিয়া লহর তান ।

কনক বীণার পঞ্চম স্বনে

ধ্বনিবে নিখাদ গগনে গগনে.

পাগল পাথার অস্থির মনে

শুনিবে পাতিয়া কান :

হেরি কমনীয় তরুণ লাবণি

নন্দিত হবে প্রাণ ।

কচি বুকে তোর যে বিপুল আশা
গুমরিয়া কেঁদে মরে,
একদিন তার মিটায়ে পিয়াসা
দুকূল উঠিবে ভরে'।
আজি হেরি তোর ক্ষীণ তনুটিরে
যে মলয় গেল নিষ্ফলে ফিরে,
একদিন সেই শান্ত সমীরে
বহিয়া আনিবে ঘরে—
পাথারের দূর পথের বারতা,
বালিকা, তোমার তরে।

২ ফাল্গুন, ১৩২২

বসন্ত-আবাহন

অন্তরে মম চির বসন্ত —জাগো !
সুন্দর শুভ শ্যামল শান্ত —জাগো !
শীত-সঙ্কোচ ক্ষুব্ধ আননে,
ব্যথিত-দলিত-মৃত এ কাননে,
প্রভাত-তপনে, সান্ধ্য-স্বপনে,
নিশীথ-শয়নে —জাগো !

দিক্-মুখরিত গান্ধার রাগে,
ঘন পল্লব গন্ধ-পরাগে,
চির-মুকুলিত ফুল্ল সোহাগে,
নব অনুরাগে —জাগো !
চঞ্চল তব অঞ্চল মেলি,
কুসুমিত নব সৌরভে খেলি,
অলির গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
হিয়ার কুঞ্জে —জাগো !

জাগো ওহে জাগো দখিনা বাতাসে,
জাগো নির্ম্মল দীপ্ত আকাশে,
জাগো মধুময় কৌমুদী-শ্বাসে,
নব-রস-রাসে —জাগো !
চির বসন্ত জাগো !

২৪ বৈশাখ, ১৩২২

বসন্তের প্রতি

নব বসন্ত দিল দেখা,
মম হিয়ার কুটির-দ্বারে,
লয়ে গৌরব-দীপ লেখা,
বহি' সৌরভ ভারে ভারে।

অতি গোপনে চরণ ফেলি,
মন অবশ পরাণ মেলি,
এলো নব নির্ম্মল চির উজ্জ্বল
শ্যামল শোভায় খেলি।

কত যুগ-যুগ বাঞ্ছিত লাগি,
নিদ্-হীন নিশি পোহাইনু' জাগি,
দূর-দুর্ল্লভ দরশন মাগি
আশার নয়নাসারে ;'
আজি বসন্ত দিল মোরে দেখা
হিয়ার কুটির দ্বারে।

[রেবা]

নব বসন্ত দিল দেখা
মম হিয়ার কুটির-দ্বারে ;
লয়ে গৌরব দীপ-লেখা,
বহি সৌরভ ভারে ভারে।
আজি অলি-গুঞ্জিত কুঞ্জে,
নব পীত পল্লব পুঞ্জে,
আজি মৃদু মুখরিত সমীর-বাহিত
দিক্‌হারা পিক গুঞ্জে।
জীবন গাহিল যৌবন গান,
কত নব ভাষা নব নব তান,
চির উৎসুক উতলা পরাণ
সাজিল মোহন-হারে ;
আজি বসন্ত দিল মোরে দেখা
হিয়ার কুটির-দ্বারে।

ওগো জীবনের চারু দোলা,
ওগো পরাণের প্রীতি ডোর,
ওগো উদাসী আপন-ভোলা,
ওগো নব বসন্ত মোর !
তব হাসিটি হিয়ায় পশি,
কেন আগল গেল না খসি ?
কেন এ শুভ লগনে চিত্ত-গগনে
মলিন অমল শশী ?

[রেবা]

শুনিয়া তোমার উৎসব গান,
উৎসব-হীন ব্যথিত পরাণ ;
দু'হাতে পাইয়া এ বিপুল দান
কেন বহে আঁখি-লোর ?
ওগো সুন্দর নন্দন-শশী,
ওগো বসন্ত মোর !

ওগো নব বসন্ত মোর !
এস বাজায়ে মরম তার,
লয়ে বেদনার কম-ডোর
গাঁথো মন্দার চারু হার ।

তব ফুল্ল হিলোল মাঝে,
চির শান্ত শীতল সাজে,
যেন বিশ্ব-মথিত মল্লার গীত
পরাণের তারে বাজে ।

চির কাঙ্ক্ষিত তৃষিত মরণে,
নীরবে লুটিয়া পড়িব চরণে,
দৈন্য-বাহিত মুক্ত জীবনে
বাজাও হিয়ার তার ;
চির বেদনার চারু ডোরে গাঁথা
পর মন্দার-হার ।

২৬ বৈশাখ, ১৩২২

তটিনীর যাত্রা

শীতল তটিনী মোহন তানে
নাচিয়া চলেছে সাগর পানে।
দুধারে ঊষর সিকতা ভূমি
সিক্ত সরস সে রস চুমি ;
রক্ত রবির প্রখর করে
দগ্ধ পুলিন আছিল মরে',
আজি সুশীতল পুলক বানে ;
তটিনী ছুটেছে সাগর পানে।

উছল তটিনী চলেছে ছুটি,
মহাসঙ্গমে পড়িতে লুটি।
পথে ছিল বাধা-বিঘ্ন যত,
নিমেষে মাথাটি করেছে নত ;
কঠিন পাষাণ গিরির সারি,
গলিয়া গলিয়া হয়েছে বারি ;
সে বারি মিলনে তটিনী লুটি,
হাসিয়া নাচিয়া চলেছে ছুটি।

ব্যাকুল তটিনী দুকূল ধসা,
অকুল সাগর সুদূরে বসা।

দুধারে সবুজ তরুর বীথি,
শাখায় পাপিয়া গাহিছে গীতি ;
রাঙা অধরের রঙীন হাসি,
ফেণিল সলিলে চলেছে ভাসি ;
কি আসে পিয়াসে রয়েছে বসা,
তটিনী হাসিছে হেরিয়া দশা।

অমল তটিনী লুটিয়া পড়ে
দূর সাগরের মিলন তরে।
তৃষিতে তোষিয়া সলিল দানে,
মুখরে গগন বিজয় তানে ;
শুনি সে গানের অমর ভাষা,
চাষার হিয়ায় জাগিছে আশা ;
ধান্যের শির বাতাসে নড়ে,
অমল তটিনী লুটিয়া পড়ে।

ললিত তটিনী গাহিছে গান,
সাগর-বীণায় মিলায়ে তান।
সলিলে মরাল মুদিছে ডানা,
পুলিনে কুসুম পেতেছে থানা,
সমীরণ বহি' সুরভি তার,
ঘোষণা করিছে বারতা কার !

[রেবা]

সাগর লাগিয়া সরস প্রাণ,
ললিত তটিনী গাহিছে গান।

পাগল তটিনী ছুটিয়া যায়,
সাগর তাহার মিলন চায়।
নিদ্রা-বিহীন নয়নে জাগি,
চাহিয়া রয়েছে তটিনী লাগি ;
অসীম উদার অতল-তল,
তবু তার চাই এক ফোঁটা জল !
বিরহ-কাতর পরাণে চায়,
পাগল তটিনী মিলিতে ধায়।

সরস তটিনী হরষ-সুখে,
পুলকে লুটায় সাগর বুকে।
কোথায় শীতল প্রবাহ ঢালা,
কোথায় উছল উর্ম্মি-মালা,
কোথায় ব্যাকুল কুলু-কুলু সাড়া,
কোথায় অমল ললিত ধারা !
তটিনী ঘুমায় নিবিড় সুখে,
মহাসাগরের উদার বুকে।

১ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

যুগান্তের পাড়ি

অনাদি কোন্ শিশির-স্নাত উষার সিত আলোকে
বাজিল তব রাগিণী চারু ভরমে,
না-জানি কোন্ অজানা গান নয়ন-গলা পুলকে
নিবিড়ে আসি পশিল মম মরমে।
অমল নীলগগন-কোণে জাগিল উষা চমকি
ভাঙিয়া দিয়া কুহক-ঘেরা স্বপনে,
গভীর ধীর তটিনী-নীর আবেশ-লাসে থমকি
আদর ভরে ডাকিল মোরে গোপনে।
জননী ওগো জননী,
তোমারি তরে অকূল নীরে ভাসানু মম তরণী।

বাহির হ'নু যাত্রা করি ক্ষুদ্র তরী বাহিয়া,
জাগিল দিক্ তরুণ নব প্রভাতে ;
মুচকি হাসি নীহার-রাণী অরুণ পানে চাহিয়া
অমল মুখ লুকালো গাঢ় আভাতে।
এ-পারে শুনি এখনো ধীরে আরতি বাজে কী রবে,
গন্ধ তার মন্দ বায়ে বিচরে ;
ও-পারে শুধু করিছে ধূ ধূ উছল জল গরবে,
কোথায় তীর ঠিকানা নহে গোচরে।
জননী-রূপা ধাত্রী,
অকূল মাঝে কিসের খোঁজে চলিল এই যাত্রী ?

[রেবা]

তরুণ রবি কিরণ-দিঠে করুণ কম নয়ানে
হাসিল নব ধরার পানে চাহিয়া ;
জগৎ জাগি যুক্ত করে নমিয়া নত বয়ানে
উঠিল কল-কণ্ঠরবে গাহিয়া ।
অদূর হতে সমীর স্রোতে কি সুর আসে ভাসিয়া,
ঊর্ম্মি-জালে মূরছি পড়ে আবেশে ;
অমল নীলে লালিম ছটা কি খেলা খেলে হাসিয়া,
সবিতা কহে, আমার সনে যাবে সে ।
স্নেহের মম ভগিনী,
কাহারে চাহি চলিনু বাহি; কহ তা' কহ যোগিনী !

হীরক-দ্যুতি ঠিকরি পড়ে কনক রথ কিরণে,
তটিনী কাঁদে পরশ নিধি যাচিয়া ;
ত্রিদিব সভা উছলি যেন নূপুর-পরা চরণে
শতেক দেব-কন্যা চলে নাচিয়া ।
গগনে ধীরে বাড়িল বেলা—বাতাস গেল হাঁকিয়া,
নাচিল তরী উতাল বারি পরশে ;
অজানা কোন্ বাঁশরী মম মরম মাঝে ডাকিয়া
মাতায়ে দিল অজানা কোন্ হরষে ।
বাসনাময়ী ললনা,
অজানা আশে নাচায়ে শেষে করোনা মোরে ছলনা ।

[রেবা]

প্রখর জ্যোতি কিরণমালী রক্ত আঁখি মেলিয়া
মুখর দিঠে চাহিল দূর আকাশে ;
উচ্ছ্বসিত তরল ফেণা পরাণ-পণে ঠেলিয়া
তরণী মম চলিল ধীরে কি আশে !
ডাহিনে-বাঁয়ে সুনীল বারি গরজে কল-কলোলে,
অমল তনু দহিল রবি কিরণে ;
তপ্ত বায়ু বহিয়া গেল মরণ-মাখা হিলোলে,
ঝলসে দিক্ অগ্নিকণা ক্ষরণে ।
প্রেয়সী হেম-বরণী,
সহিয়া শত যাতনা কত বাহিয়াছিনু তরণী ।

শব্দহীন স্তব্ধ বেলা শ্রান্ত রবি-সারথী,
ক্লান্ত রথ চলিল অতি সুধীরে ;
তখনো মম বাহিতে তরী ছিলনা তিল বিরতি,
সমুখে শুধু দুকূল-হারা নদী রে !
খমক তালে নামিল রবি অস্তাচলে হাসিয়া,
কোথায় তীর—কোথায় তীর—কে জানে !
বাতাস আসি কানের কাছে গরবে গেল শাসিয়া,
না-জানি তরী কেমনে যাবে উজানে ।
সাধের মম ঘরণী,
অকূলে বাহি কাহারে চাহি চলিল মম তরণী ?

[রেবা]

দিবাবসানে দিবস আসি কনক তনু এলায়ে
সন্ধ্যা বুকে পড়িল সুখে ঢলিয়া ;
শ্রান্ত রবি ক্লান্ত-করে শান্তি-সুধা বিলায়ে
শান্ত কোন্ সুদূরে গেল চলিয়া।
গগন বাহি সোনালী রেখা নীরদ-মালা জড়ায়ে
নমিল ম্লান দীপ্তিময় বয়ানে ;
ব্যথিত মম মথিত তরী দিলনা কেহ ভিড়ায়ে,
চাহিল না তো করুণামাখা নয়ানে।
হে মোর প্রতিবেশিনী,
অকূল মাঝে ধূসর সাঁঝে—তোমারে তবু দোষিনি।

গগন-ঢাকা নিকষ-ঘন অন্ধকার তিমিরে
অযুত ফণা মেলিয়া কে গো সাঁতারে,
বেদনা-পূত বেহাগ যেন ধ্বনিয়া যায় সমীরে,
কোথায় তীর অকূল এই পাথারে !
ওই কি দূরে তীরের রেখা—জ্বলিছে দীপ-মালিকা ?
কত যে দূর কে দিবে মোরে বলিয়া !
হোথায় কি গো একেলা তুমি রয়েছ চাহি বালিকা,
বিষাদ-নত নয়ন দুটি মেলিয়া ?
দুহিতা স্নেহভাগিনী,
ওই কি তীরে ধ্বনিছে ধীরে তোমার মৃদু রাগিণী ?

নিথর কালো নিশীথ রাতি আঁচলখানি বিছায়ে
অন্ধ দুটি নয়নে আছে চাহিয়া ;
নীরবে নীল উর্ম্মিমালা মর্ম্মতল নাচায়ে
এনেছে তরী তীরের কাছে বাহিয়া।
ওই যে তব বাঁধানো ঘাট—শ্যামল তটভূমি রে !
চাহিয়া পথ রয়েছ তুমি দাঁড়ায়ে ;
একেলা মরি সঙ্গিহীন তুঙ্গ-তীর-তিমিরে,
অজানা ক্ষীণ আশাটি বুকে জড়ায়ে।
ওগো ও কুলকামিনী,
নিশীথ তটে এসেছি ঘাটে পোহাবে না কি যামিনী ?

জানি গো জানি নিশার বুকে রয়েছে উষা গোপনে.
চিন্তাহারা শান্ত মনে ঘুমিয়া ;
আবার জাগি আদরে কত সম্ভাষিবে তপনে,
ভিড়িবে তরী প্রভাত-তট চুমিয়া।
পথের বাধা আঁধার কোণে মরিবে বৃথা কাঁদিয়া,
হাসিবে দিক্ কিরণমাখা নয়নে ;
নিবিড়তর আলিঙ্গনে তোমারে বুকে বাঁধিয়া
দিবস-নিশি যাপিব ফুল-শয়নে।
মানসময়ী সাধনা,
চরণ আগে মরণ মাগে যুগান্তের বেদনা।

১৩ আষাঢ়, ১৩২৩

তরণীর সাথী

বিনা প্রয়োজনে চলেছিনু কবে ধীরে
বাহিয়া আমার ক্ষুদ্র তরণীখানি,
অকারণে তুমি দাঁড়ায়ে শ্যামল তীরে
ঈষৎ হাসিয়া ডেকেছিলে হাত ছানি।
বিস্মিত আমি গিয়েছিনু তব কাছে,
তুমি শুধাইলে, "আছে কি গো ঠাঁই আছে ?"
"নাই" কি বলিনি যুড়িয়া যুগল পাণি ?

জীর্ণ শিথিল ক্ষুদ্র তরণীখান,
উত্তাল বাতাসে করিতেছে টলমল ;
এর মাঝে তব হবেনা হবেনা স্থান,
রহিয়া রহিয়া ঝলকে উছলে জল।
শুনিয়া সুনীল নয়ন ছাইল মেঘে,
হেরি তাই প্রাণে বেদনা উঠিল জেগে,
জানিনা কেন যে আঁখি হলো ছলছল।

অমনি মুচকি টানিয়া আঁচলখানি,
আধেক বয়ান ঢাকিলে সরম ভরে,
শুনিলে না মোর নিষেধ-মিনতি বাণী,
কমল চরণ রাখিলে তরণী-পরে।
মুগ্ধ নয়ন লুব্ধ বিভোল প্রাণে
ক্ষণকাল শুধু চেয়েছিল মুখ পানে ;
এমন কি কেহ চাহে না পরস্পরে ?

তরণী ভাসিয়া চলিল অজানা দেশে,
জানি না কখন তব হাতে দিনু হাত,
কোন্ দিবসের মোহ স্বপনের শেষে
চমকি দেখিনু এসেছে দীর্ঘ রাত।
বিপুল পাথার—কোনো দিকে নাই তীর,
হেরিয়া তোমার নয়নে বহিল নীর,
বিঁধিল মরমে সে ভীত দৃষ্টিপাত।

আগ্রহে টানি লইনু বক্ষোপরে,
শত চুম্বনে মুছিনু অশ্রুধারা ;
আমারে জড়ায়ে অতি নির্ভর ভরে
হাসিয়া উঠিল স্নিগ্ধ নয়ন-তারা।
সে হাসি মাখিয়া হাসিল গগনে চাঁদ,
দখিন হাওয়ার টুটিল সরম বাঁধ,
দিগন্ত বহি বসন্ত দিল সাড়া।

বিস্ময়ে চাহি হেরিনু জীর্ণ তরী
তব পরশনে কখন হয়েছে সোনা,
আমার মলিন অঞ্চলখানি ভরি
ফুল্ল কুসুম কত যে যায়না গোণা।
সুনীল সায়র ফেণিল বেদনা টুটি,
কখন তোমার চরণে পড়েছে লুটি,
পাপিয়ার গান সুদূরে যাইছে শোনা

আবার যখন আসিবে দীর্ঘ রাত্তি,
ক্ষুদ্র তরণী—ডুবু ডুবু হবে ভরা,
ভুলোনা তখন ওগো মোর নব-সাথী,
আপনি সাধিয়া যাচিয়া দিয়েছ ধরা।
ফাগুনের শেষে নিদাঘ আতপ-তাপে,
ধরণী পুড়িবে কী আগুন-অভিশাপে,
শীতল করিয়ো বিতরি নয়ন ঝরা।

১৯ ফাল্গুন, ১৩২২

মাছ ধরা

রঙীন মীনের চটুল খেলা হেরি গাঙের নীরে,
ধর্‌বো বলে' বসে' ছিনু শান্ত সবুজ তীরে।
তখন সবে রোদ্‌ উঠেছে গাছের শিখর দিয়া,
উছল জলে তরুণ কিরণ উঠ্‌ছে ঝিক্‌মিকিয়া ;
পাখীর গানের ললিত লাস্য জল-তরঙ্গে ভাসি,
সকল বিশ্বে ছড়িয়ে দিছে অরুণ উজল হাসি ;
সোনার জলে সোনার খেলা খেল্‌চে সোনার মীন,
সাধ হলো তায় ধরে' কাছে রাখবো চিরদিন।

রঙ্গে-ভঙ্গে কতই ঢঙে গাঙের মীনের খেলা,
মুহূর্ত্ত তার নাই সোয়াস্তি, ছুট্‌ছে সারা বেলা।
ক্ষণেক এসে ঘাটের রাণা একটুখানি ছুঁয়ে,
এক নিমেষে লুকায় কোথা অতল তলের ভূঁয়ে।
ধারে ধারে সেওলা বনে ক্ষণেক যাওয়া-আসা,
ক্ষণেক ভাটার আরাম দোলে, ক্ষণেক উজান ভাসা
উছল জলের পিছল তলে চপল রে তার গতি,
একবার এসে দিবে ধরা—হয়না তো সে মতি।

যাচ্ছিল এক পাগল চলে' গাঙের কিনার ঘেঁসে,
ক্ষেতের আলের বাটে বাটে, আপন অচিন দেশে।
ভাব্‌লেম, বুঝি বসতি ওর অদূর কোনো খানে,
মৎস্য ধরার ফিকির-ফন্দি হয়তো ভাল জানে।
"ওগো মানুষ, চল্‌ছো বেহুঁস, মগ্ন আপন ভাবে,
বল্‌তে পার মাছটি ধরা যাবে কি না যাবে?
অনেকক্ষণ তো রইনু বসে'—বিফল অভিযান,
তুমি যদি দাও গো বলে' মাছ ধরা সন্ধান!"

খানিক চেয়ে মীনের পানে—যেথায় উছল জল,
আমার দিকে ফিরে তখন বল্লে সে পাগল:
"সৃষ্টিছাড়া তোমার বাড়া পাগল দুটি নাই,
বঁড়্‌শী বিনে ধর্‌বে মীনে?—অতলে যার ঠাঁই?"
"ঠিক বলেছ বন্ধু আমার, ঠিক বলেছ বটে,
মীন-ধরা ফাঁদ আছে কি হে তোমার সন্নিকটে?"
"আছে বটে ছিপ সূতো আর বঁড়্‌শী আমার কাছে,
ফাৎনা জুড়ে' টোপ ফেলিলে গিল্‌বে বটে মাছে।"

খেয়াল ভরে পাগল তখন আমার কাছে বসে'
ছিপের ডগায় ডোরটি বেঁধে বঁড়্‌শী দিল কসে';
কি সন্ধানে ফাৎনা জুড়ে' টোপটি হবে গাঁথা,
সেই কথাটি বলে ধীরে চলেই গেল দাতা।

মাথার উপর রক্ত রবির দীপ্ত আগুন ঝলে,
গ্রাহ্যই নাই!—মনের খোশে টোপ ফেলিনু জলে।
আকাশ-পথে কিরণ রথের বেগ যতই ছোটে,
আমি ভাবি, মাছ ধরার আর দেরী নাইকো মোটে।

স্বচ্ছ জলের তলে রে ওই টোপটি দেখা যায়,
মাছটি এসে কাছটি ঘেঁসে দ্বৈধ-চোখে চায়;
একবার এসে বঁড়্শী ছুঁয়ে একটুখানি থেমে,
এক নিমিষে লুকিয়ে গেল কোন্ অতলে নেমে;
আবার এলো আবার গেল, আবার এলো বেঁকে,
নিরাশ-আশার দ্বন্দ্ব-দোলায় দোদুল মোরে রেখে;
টোপের সনে মীনের খেলা চপল লুকোচুরি,
তারিফ করে' ভাব্লেম, বটে ধন্য বাহাদুরী!

গগন বেয়ে নাম্লো ছায়া, নাইকো মোটে বেলা,
জানি না ভাই, আর কতকাল চল্বে এমন খেলা।
অবসাদের ক্লান্তি এসে বেড়্লো সারা দেহ,
একলা আমি গাঙের তীরে, সঙ্গী নাই আর কেহ!
তুলে' দেখি কখন যেন রঙীন মীনটি এসে,
টোপ্ খেয়ে ভাই, চলে' গেছে নিরুদ্দেশের দেশে।
জানি না যে কেমন করে' টান গিয়েছি ভুলে'
আমি তো ঠিক ছিলেম বসে' গাঙের গহন কূলে।

বারে বারে এম্‌নি করে' টোপ্‌ খেয়ে যায় ভাই,
কখন যে খায়, কোন্‌ দিকে যায়, ঠিক-ঠিকানা নাই।
সারা দিনের ক্লান্তি শেষে তখন শ্রান্ত রবি,
অস্তগিরির ত্রিমোহানায় আঁকছিল শেষ ছবি ;
সিঁদুর-পটের ধূসর তটে স্রস্ত তুলির টানে,
ফুট্‌লো শ্যামল সন্ধ্যারাণী বিহঙ্গেরি গানে ;
ছায়া এসে মলিন হেসে নাম্‌লো গাঙের জলে,
কেমন করে' জান্‌বো রে টোপ্‌ কখন খায় কি ছলে !

এতক্ষণে বোঝা গেল, পাগ্‌লা কথা শুনে'
বিফল আমার দিবস-প্রহর লহর গুণে' গুণে'।
মাছ ধরিবে টোপ্‌,—সে তো হলোই না মোটে,
এ যে দেখি উল্টো বিধান—টোপ্‌ নিয়ে মাছ ছোটে !
আঁধাররাশি ঘির্‌লো আসি, কোথায় গেল মীন !
হতাশ হয়ে ভাব্‌লেম তখন,—বিফল হলো দিন।
এমন সময় ধীরে ধীরে পাগল এলো ফিরে ;
যায়নি মোটে !—ঝোপের আড়ে লুকিয়েছিল তীরে।

"মাছ ধরেছো—মাছ ধরেছো ?—নিতে এলেম ভাগ"
আমার কিন্তু কথা শুনে' বড্ড হলো রাগ !
"ছিপ্‌ সুতো আর বঁড়্‌শী তোমার এই ফিরে লও এই,
এমন পাগ্‌লা কথায় আমার মাছ ধরে' কাজ নেই।"

পাগল তখন বল্লে, "ওগো, ফাৎণা তোমার কোথা ?
ফাৎণা বিনে ধর্‌বে মীনে ?—সম্ভব কি গো তা' !"
অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি,—সবই আছে ভাই,
কেবল আমার বঁড়্‌শী-কোলে ফাৎণা জোড়া নাই।

কখন চুপে মাছটি এসে টোপ্‌টি খেয়ে গেলো,
ফাৎণা বিনে কেমন করে' বুঝবো আমি বলো !
পাগল বল্লে, "সব দিয়েছি, যা' কিছু সম্ভবে,
তোমায় কেবল ফাৎণা-কাঠি জুড়ে' নিতে হবে।"
অমানিশার তিমির তখন বিপুল দীর্ঘশ্বাসে,
নিকষ বদন ব্যাদান করে' বিশ্বটাকে গ্রাসে।
এ আঁধারে কি সন্ধানে ফাৎণা হবে জোড়া !
ব্যর্থ দিবস ! ওগো পাগল, মাছ হলোনা ধরা।

৩ আশ্বিন, ১৩২৫

নীড়ের বাসনা

সোনার বরণ পাখী আয়!
ঘন পাতা ঢাকা নীরব নীড়টি
আকুল নয়নে চায়।
দীর্ঘ দিবস ধরি
একটি-দুইটি করি
শুষ্ক তৃণের দলিত বীথিকা
কুটির তুলেছে গড়ি।
গোপন কোণের শাখাটির তলে,
সবুজ শীতল পল্লব. দলে,
মৃদুল পবনে পরাণ উছলে—
শিহরে কোমল কায়;
নিরীহ শূন্য নীরব নীড়টি
আকুল নয়নে চায়।

[রেবা]

আয়রে সোনার পাখী আয় !
অস্ত-গগনে ম্লান রবি-রেখা
ত্রস্ত মিলায়ে যায়।
নলিনী পড়েছে ঢলি
সরমে লুকায় অলি
শেষ-কিরণের মলিন হাসিটি
নীরবে গিয়েছে চলি।
অন্ধ নয়নে মাখিয়া কাজল
আঁধার মেলিছে তমস-আঁচল,
হেরি ঘোর নিশা আঁখি ছলছল,
হুতাশে পরাণ যায় ;
ভাবি বিরহের মর্ম্মবেদনা
গুমরি কি গান গায় !

সোনার পাখীটি আয় আয় !
কুলায়ের হিয়া কাঁদে গুমরিয়া,
তোরে রে ধরিতে চায়।
নয়নে নীরব ভাষা
প্রাণে জাগে ক্ষীণ আশা
বেদনা-বিধুর বক্ষের আড়ে
দিতে চায় তোরে বাসা।

[রেবা]

মৃদু মলয়ার পুলকে নাচিয়া,
ওরে পাখী. কাঁদে তোরে রে যাচিয়া,
অশ্রু সজল নয়ন মুছিয়া
গগনের পানে চায়,
সোনার সরল রঙীন পাখাটি
ওই বুঝি দেখা যায় !

ওরে সোনা পাখা আয় আয় !
ব্যথিত মথিত তৃষিত বক্ষে
নীরবে ঘুমাবি আয় !
গোপন নীড়ের মাঝে
দলিত তৃণের ভাজে
জরদ ঠোঁটের রঙীন হাসিটি
কোমল গ্রীবায় গুঁজে ।
সবুজ পাতার সেজ বিছাইয়া,
নীড়ের নিবিড় ব্যথা ঘুচাইয়া,
মৃদু পবনের দোলায় নাচিয়া,
রজনীর শ্যাম-ছায় ;
অলসে বিবশে সরস বক্ষে
হরষে ঘুমাবি আয় !

৭ শ্রাবণ, ১৩২২

আরতি

এ কী এ আরতি গগনে !
হেম মণ্ডিত মন্দির মাঝে
সন্ধ্যা-ধূসর লগনে।
গর্জ্জে দামামা জলদ মন্দ্রে,
বজ্র নিনাদে রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
ভীম গম্ভীরে দূর অম্বরে
ঘোর ঘন ঘটা সঘনে।
কাহার আরতি গগনে !

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায়ে বিজলী
নাচিয়া নাচিয়া পড়িছে উছলি,
ধূপ গুল্‌গুলে ঘন ঢেউ তুলে'
মেঘেরা ধূম্র বরণে ;
কে গো আনন্দ-ছন্দে গলিয়া
চন্দ্রমা-দীপ দিয়েছে জ্বালিয়া,
তারা-ফুলগুলি ঢলিয়া ঢলিয়া
লুটাইছে চারু চরণে।
কাহার আরতি গগনে !

[রেবা]

ঝলকিত ওই আরতির দোলে,
কভু আলো কভু আঁধার উছলে,
হসিত চন্দ্র মুখখানি খোলে,
ঢাকে পুন অবগুণ্ঠনে ;
গগন বেড়িয়া কী মোহন মেলা,
আলো আঁধারের লুকোচুরী খেলা,
বিশ্বপ্রকৃতি করিছে প্রণতি
করজোড়ে শির-লুণ্ঠনে।
কাহার আরতি গগনে !

কে গো সিঞ্চিয়া শান্তি-সলিল,
আরতির শেষে ভাসায় নিখিল,
ধরণী সে বারি ধরে' তিল তিল
মাখিয়াছে সারা জীবনে ;
হাসে তরু-লতা হাসে ফুল-ফল,
নাচে ষড়ঋতু হইয়া সফল,
সাগর তটিনী বহে কল্‌কল্‌
সজল সে ধারা মগনে।
কাহার আরতি গগনে !

৮ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

অচেনা

আমি চিনেছি তোমারে বহুরূপী,
ওগো চির পুরাতন অচেনা !
তুমি খেলিবার ছলে চুপি চুপি
কর কতই বিলাস রচনা ।
আজি নিদাঘ-গগন বিদারিয়া
তব কঠোর কুলিশ গরজে ;
সারা বিশ্ব-প্রকৃতি মুখরিয়া
যেন ভীষণ দৈত্য তরজে ।
ঘন ঝটিকা করিছে হাহাকার
তার চির আশ্রয় হারায়ে ;
বাজে কানন বীণার ছেঁড়া তার
সারা জটামর মাথা নাড়ায়ে ।
তব রুদ্র রাগের আলাপনে
করে মহাপ্রলয়ের সূচনা ;
আমি চিনেছি তোমারে মনে মনে
ওগো চির পরিচিত অচেনা !

[রেবা]

আমি চিনেছি তোমারে হে অতিথি !
ওগো চির পুরাতন অচেনা !
তুমি নব বেশে সাজি নিতি নিতি
কর নব নব ভাব রচনা ।
নব অরুণ-কিরণ জাগরণে
হাস ঊষার মাধুরী ছড়ায়ে ;
হেরি প্রতি পল্লব আবরণে
আছে তোমার সুষমা জড়ায়ে :
যবে প্রভাতের পাখী গাহে গান
তার রঙীন পাখাটি নাড়িয়া,
বহে সে স্বর লহরে তব তান
সারা উদয়-গগন বেড়িয়া ।
কম কমলিনী মেলি যুগ আঁখি
করে কাহার প্রণয় যাচনা !
আমি নীরবে কেবল চেয়ে থাকি,
ওগো চির জনমের অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে হে মহান্,
তুমি চির পুরাতন অচেনা ;
সারা ধরণী ধরিয়া সম-তান,
করে তোমার প্রণয় যাচনা ।

[রেবা]

যবে মধ্য তপ্ত গগনের
প্রতি রৌদ্র-কণিকা বিকাশে,
সে যে তোমার অমৃত লগনের
শুভ চরণ-চিহ্ন প্রকাশে।
যেন সন্ন্যাসী বসি' একমনে
করে নীরবে কাহার সাধনা ;
কোন্ পিয়াস লাগিয়া সরোদনে
কোন্ সাগরে জানায় বেদনা।
তব তুষার-শুভ্র রূপ হেরি
লাজে লুকায় ব্যাকুল যাচনা ;
বাজে গগনে তোমার জয়-ভেরী
ওগো ও-আমার চির অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে হে শ্যামল,
তুমি আপনার জন অচেনা ;
বহে করুণা-তটিনী ছলছল,
সে তো পর কি আপন বাছেনা।
তুমি শান্ত শীতল শ্যাম সাঁঝে
কর শান্তির অবতারণা ;
এই মুখর হাটের পথ মাঝে
কর চুপি চুপি পদচারণা।

যবে অস্ত-অচলে ম্লান রবি
পড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমিয়া,
তব স্নিগ্ধ বিমল রূপ-ছবি
নাচে ধরণীর বুক চুমিয়া ।
তুমি সন্ধ্যা-ধূসর ধূমাকাশে
আছ পাতিয়া তারার বিছানা ;
আমি চিনেছি তোমারে সে আভাসে,
ওগো ও আমার চির অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে হে দেবতা,
তুমি আপন অথচ অচেনা ;
তব গভীর ক্ষৌম্য নীরবতা
করে রম্য মিলন রচনা ।
তব নীরব নিশীথ গীত বাজে
প্রতি তারার তরুণ পরাণে ;
তার হিয়ার গোপন গৃহমাঝে
হাস রাকা তুমি রাকা-কিরণে ।
তব চন্দ্র-ধৌত ব্যোম পথে
আছে হাসির উছল ঝরণা ;
সে যে রজত-জড়িত ছায়া-রথে
করে ভূমিতলে অবতরণা ।

চারু কৌমুদী-বাঁধা নদীতটে
খেলে তোমারি অমল জ্যোছনা ;
হেরি উদার মাধুরী ঘটে-পটে,
ওগো সকল যুগের অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে চিনেছি গো,
ওগো সারা হৃদয়ের অচেনা !
তুমি নিবিড় আঁধারে জাগো জাগো,
কর অকূলে দেউল রচনা ।
আজি ঝর ঝর ঝর বহে বারি,
নাচে থর থর থর মরুতী ,
আমি এ বিশাল ঘন-ঘটা ভরি
হেরি তব মঙ্গল আরতি ।
আজি উতলা কণ্ঠে ধরা-রাণী
করে বজ্র-বারতা ঘোষণা ;
শুনি অকথিত সেই সাম-বাণী
ধীরে লুকায় ব্যাকুল বাসনা ।
ওগো তোমার রুদ্র রূপ হেরি
প্রাণে মুছে' যায় অনুশোচনা ;
ওগো মুক্ত ভীষণ ব্যোমচারী,
ওগো চির পুরাতন অচেনা !

[সেবা]

আজি তোমার রাতুল শ্রীচরণে,
ওগো ও আমার চির অচেনা !
আমি নীরবে রচিব সযতনে
মম চির চরমের বিছানা ।
আমি দু'হাতে ছিঁড়িয়া এ পরাণ
লবো রক্ত অর্ঘ্য সাজায়ে ;
গাবো মরণের শুভ জয়গান
সুখে সকল বাসনা বাজায়ে ।
কবে মুছে' যাবে মোর সীমা-রেখা,
এই যুগ-যুগব্যাপী হীনতা ;
কবে জ্বলিবে অসীম দীপ-লেখা
নাশি আঁধারের মৃত্যু ক্ষীণতা ।
ওগো মঙ্গল তুমি সব কাজে,
কর চির মঙ্গল সুচনা ;
এস আমার আকুল হিয়া মাঝে
ওগো চির আপনার অচেনা !

২৯ বৈশাখ, ১৩২২

মুক্ত

শূন্যের মতো বাড়াও চিত্ত,
সূর্য্য-চন্দ্র তোমারি বিত্ত।

উড়ে যাও দূর—সুদূর গগনে,
তেজের বিজলী লুটাক্ চরণে ;
অফুরাণ তব করুণার ধারা,
ওই বহে' যায় দুই কূল হারা ;
ময়দানবের মেদের মতন,
মদির মেদিনী তোমারি গঠন !

গগন বেড়িয়া যে ঔদার্য্য,
সমীরণে মাখা যে সাহচর্য্য,
হুতাশনে জাগে যে নব বীর্য্য,
সাগরে লুটায় যে গাম্ভীর্য্য,
বসুন্ধরার যা' কিছু ধৈর্য্য,
সে সব তোমারি—তোমারি কার্য্য।

[রেবা]

সৃষ্টি তোমার দৃষ্টি-প্রখরে
দিক্ মুখরিয়া বিশ্বে ঠিকরে ;
শাশ্বত এই বিশ্ব-ভুক্তি
তোমার মাঝারে লভিছে মুক্তি ;
ভূতল-গগন ভাঙিয়া গড়িয়া,
নিতি নব রূপে দিতেছ ভরিয়া ।

অনাদি ধারায় পান কর রস,
উপাধি সমাধি সব তব বশ ।

৩ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

মৈত্রেয়ী

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,
জীবনের গতি হেরি পেয়েছ কি ভয় ?
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা
অভাব অশান্তি ঢালা,
পদে পদে অপমান দৈন্য পরাজয় ;
সুখ—সে-ও দুঃখময়,
উদ্বেগ ব্যর্থতা ক্ষয়,
সততার মূল্য আছে মনে নাহি লয় ;
জীবনে ঝঞ্ঝাট হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,
সবারে বাসিতে ভাল পেয়েছ কি ভয় ?
যারে নিবি বুকে ওরে,
সে ফিরে দংশিবে তোরে,
করিবে না বিন্দু স্নেহ কেহ অপচয় ;
যা-কিছু মনের গতি
মিটিবে না এক রতি,
হয়তো চোখের জলে বাড়িবে সংশয় ;
তাই ভালবাসা দিতে পেয়েছ কি ভয় ?

[রেবা]

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,
মরণ আসন্ন ভাবি পেয়েছ কি ভয় ?
শীতল নিথর দেহ,
সঙ্গী-সাথী নাই কেহ;
আগুনে মাটীতে মিশি হয়ে যাবে লয় ;
কে-বা জানে পরপার
আলো কিম্বা অন্ধকার,
কে জানে শঙ্কিত ভাগ্যে কী আছে সঞ্চয় ;
তাই কি মরণ ভাবি পাইয়াছ ভয় ?

ভয় নাই—ভয় নাই—হও নিঃসংশয়,
জন্ম-প্রেম-মৃত্যু—এই তিনে নাহি ভয় ।
জন্ম যে প্রেমের লাগি
বিশ্বের হইতে ভাগী,
প্রেম মরণের মাঝে লভে চিরজয় ;
মরণ সোহাগ ভরে
জীবন বরণ করে,
এ তিনের যে নিয়ন্তা—সে মঙ্গলময় ;
জন্ম-প্রেম-মৃত্যু তাঁর দীপ্ত পরিচয় ।

২৫ ভাদ্র, ১৩২৫

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
কহ শুনি তোমার বারতা ।
দুর্লভ দরশ লাগিয়া,
সবে মরে কাঁদিয়া–যুঝিয়া ।
স্বাধীন হইতে ওরা চায়,
কেমনে তা' ভেবে নাহি পায় ।
ভ্রান্তির কুহেলিকা দিয়া,
রাখিয়াছ বিশ্ব ধাঁধিয়া ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
গগনের মত উদারতা !
নির্ভয়ে ঘিরিয়া ভুবন,
বুকে কত তারকা–তপন ।
কভু হাস অরুণ–কিরণে,
কভু কাঁদ মেঘ বরিষণে ।
দাও সদা যাহা প্রয়োজন,
নিতি কত নব আয়োজন !

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
সমীরণে তোমার বারতা ।
কভু বহ ধীরে—অতি ধীরে,
হাসাইয়া ফুল–কলিটিরে ;

[রেবা]

কভু নাচ মাতালের প্রায়,
বোধ যেন নাই কে কোথায় !
বন্ধু কি শত্রুর দ্বন্দ্ব,
কিছুতে তো হারাও না ছন্দ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
দীপ্তির প্রথম বারতা !
তুমি নব প্রভাতের আলো,
হিয়ার আঁধারে জ্যোতি ঢালো।
হাসায়ে নাচায়ে দশদিক্,
উলাসে মাতিছ নির্ভীক !
মানো না তো কোনো ভয়-বাধা,
তরাসে লুকায় যত আঁধা।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
সিন্ধুর তুমি গভীরতা।
অকারণে যত গরজন,
সে শুধু বিফল জাগরণ।
ঊর্ম্মির তরঙ্গ-ছটা,—
সব তার বাহিরের ঘটা।
সমাহিত শান্ত হৃদয়,
কিছু তার কিছু নাহি হয়।

[রেবা]

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
পৃথ্বীর মত তুমি নতা।
সহিয়া সবার অতিচার,
নীরবে বহন কর ভার।
তোমার নীরব প্রতিশোধ,
কেহ না করিতে পারে রোধ।
নীরবে নীরবে তুমি থাক,
নীরবে আপন মান রাখ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
কহ কহ তোমার বারতা।
কেড়ে নিয়ে অপরের প্রাণ,
নির্ম্মম করে বলিদান ;
সেই অতি হেয় দীনহীন,
হ'তে কভু পারে কি স্বাধীন ?
স্বাধীনতা শুধুই কি জয় ?
যাহে এত দুর্ম্মদ ভয় ?

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
তুমি কার, কহ সে বারতা।
প্রজা লাগি ভাবিয়া যে ক্ষীণ,
সেই রাজা কভু কি স্বাধীন ?
সমাজের ভয়ে যে মলিন ;
সে মানব কভু কি স্বাধীন ?

[রেবা]

ত্রিতাপের তাপে তনু ক্ষয় ;
নহে নহে—কভু ওরা নয় ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা !
ভূমার সাধনে তুমি নেতা ।
নম্র যে-জন ফল-ভরে,
বজ্র যে রিপুর সমরে,
নগ্ন যে সব বিলাইয়া,
মুক্ত যে অনাবিল হিয়া,
অধীনতা-মরম যে জানে,
মুক্ত হে তুমি তার প্রাণে ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা ।
স্বতন্ত্র তুমি হে দেবতা !
যার হয় শুভ পরিচয়,
প্রিয় সনে যার পরিণয়,
বন্ধুর যে জানে খবর,
দরদীর যে হয় নফর,
তারে তুমি কর গো বরণ,
একাকার জীবন-মরণ ।

১৪ পৌষ, ১৩২৪

ঘুম-পাড়ানিয়া গান

আয় ঘুম আয় !
ভারতের ষাট কোটি আঁখির পাতায় ।
সব দেশ আগে-আগে
ছুটুক-না অনুরাগে,
আমরা দেদার উঁচু তার তুলনায় ;
বেদ-পুরাণের গাদা,
শিথানে দাওনা দাদা,
কীটের খোরাক এত আছে বা কোথায় ?
'কি ছিনু' এ মস্‌গুলে
'কি হয়েছি' যাও ভুলে
'কি যে হব'—কাজ কি সে বৃথা ভাবনায় ?
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
ত্রিশ কোটি মানবের চোখের পাতায় ।
দুঃখ-দৈন্যহরা
ধান্য তো মাঠভরা,
অন্ন পণ্য হয়ে যা'ক-না যথায় ;

বস্থ চাষার দল,
নাই কোনো কোলাহল,
উপবাসে অনায়াসে দিবস গোঁয়ায় ;
কী ভালো মোদের দেশ !
আরামে শুয়েছি বেশ,
চরণ ছড়ায়ে দিয়ে খাসা বিছানায় ।
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
ভারতের কোটি কোটি আঁখির পাতায় ;
কাপাশ তো গাছে-গাছে,
জোলা তাঁতী ?—তা'ও আছে,
কেবল তুলার চাষ হয় না হেথায় ;
না-হোক্, তাতে কি ক্ষতি ?
কাপড়ের কি কম্‌তি ?
জাহাজে সহজে আসে বোঝায়-বোঝায়
বুননি মিহিন কত !
গৃহিণীর মনোমত !
এতে যদি তাঁতী মরে তাতে কার দায় ?
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
কেরাণী জাতির দুই আঁখির পাতায় ।
না-হয় মজুরী খেটে,
সুদীর্ঘ পিলে ফেটে,
যমের এলাকা ওরা খানিক বাড়ায় ;
তরুণ যুবকগণে,
না-কহিয়া অকারণে
কি জানি উধাও করে' কোথা নিয়ে যায় !
তাতে যায় ক'টা লোক ?
বৃথাই করিছ শোক !
রাজ্য হবেনা লোপ দু'টা-দশটায় ।
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
ভারতের মরদের চোখের পাতায় ।
শুনিয়া বাঘের হাঁকা
থামিল যে নাক-ডাকা ?
না-হয় লাঠিও নাই গ্রাম-সীমানায় !

বাঘে আর ক'টা খাবে ?
যা-পারে তা নিয়ে যাবে,
এমন গিয়েই থাকে জীবের সেবায় ;
ব্রহ্ম জগৎময়,
বেদে ও কোরাণে কয়,
শাস্ত্র থাকিতে আর অস্ত্র কে চায় ?
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
ভারতের কালাদের চোখের পাতায় ।
বিদেশে কুলীর মত
পদাঘাত অবিরত,
যারা করে, তারাই তো আসে আর যায় ;
ডেস্‌কো বোঝাই করে'
যখন জাহাজে চড়ে,
পাওনা মজুরী তারা কভু কি ঠকায় ?
কত যায় রোজ-রোজ
কে তার রাখিবে খোঁজ ?
গোঁজ—গোঁজ মাথা গোঁজ সেজের মজায় ।
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
রুদ্ধ দুয়ার তোর — কে নাগাল পায় ।
সকালে চায়ের মুখে,
খাসা সিগারেট ফুঁকে,
ছাপার আখরে পড়ো—কে মরে কোথায়
তারপর গলা ঝেড়ে
খামখা দাঁড়াও তেড়ে,
হুম্-হাম্ ডাক ছাড়ো লাটের সভায় !
দেশের অভাব দুখ,
তাই এ মুখের সুখ,
বক্তৃতা দিতে ওরা মশ্‌লা জোগায় ।
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
জুড়িয়া মরিয়া থাক্ আঁখির পাতায় ।
কর্ত্তা সাজিয়া যত
চেঁচাও ষাঁড়ের মত,
মগজ ঘামাও খালি কাগজ লেখায় ;

যখন চাহিবে বাঁকা,
থেমে যাবে ডাকা-হাঁকা,
চুপ—চুপ—জামা'য়ের হাকিমতী যায় !
এর চেয়ে ঢের সোজা
বিছানায় চোখ্ বোজা,
মরারা যেমন করে' শ্মশানে ঘুমায়।
আয় ঘুম আয় !

আয় ঘুম আয় !
বুঝিনা কেন-যে কেউ জাগিবারে চায় !
আমি আছি, 'ওগো' আছে,
খোকা-খুকী হাসে নাচে,
আর কেউ মরে বাঁচে সে খোঁজে কি দায় ?
কী স্বাধীন !—খাই-দাই,
এ-পাড়া ও-পাড়া যাই,
এই ঢের !—এর বেশী পাগলেরা চায় !
শান্তি—শান্তি সব,
মিছে কেন কলরব ?
ঘুমায়ে স্বপন দেখ পুঁথির পাতায়।
আয় ঘুম আয় !

১৩ ফাল্গুন, ১৩২৫

প্রবীণ

(রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কাব্যের প্রথম কবিতার অনুবৃত্তি)

ওরে প্রবীণ ! সকল যুগের সাচা !
ওরে স্বত, ওরে নত,
কচি ওদের আদর দিয়ে বাঁচা ।
রক্ত আলোর মদে হয়ে ভোর,
মত্ততা'রে ভাবছে আপন জোর,
বিকার ঘোরে খুলে দিয়ে দ্বোর,
তাই তুলেছে এমন বেহুঁস নাচা ।
ওরে শান্ত, বাঁচা ওদের বাঁচা ।

খাঁচা ওদের দুল্‌ছে ঝ'ড়ো হাওয়ায় ;
এক গাছি খড় নাইরে চালে,
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায় ।
ঐ যে নবীন, ঐ যে কচি-কুঁড়ি,
বোঁটার ডগায় ঝুল্‌ছে ঝুরি-ঝুরি,
দেখিস্‌ যেন যায়না ঝড়ে উড়ি
ওদের উতাল দোল-দেওয়া এ খাঁচা ।
ঝড়ের হাওয়ায় কচিদের আজ বাঁচা ।

[রেবা]

ঘরের পানে তাকায়না রে কেউ ;
বাইরে কোথায় বান ডেকেছে,
সেই জোয়ারে লাগাতে চায় ঢেউ।
ফুরফুরিয়ে হাওয়ার তালে ওড়ে,
ঘর ভেসে যায় উত্তাল বানের তোড়ে,
কচি ডানার ক্ষণিক কাঁচা জোরে
তুচ্ছ ওদের আপন ঘরের মাচা !
আয়রে গরুড়, চড়্‌ই দলে বাঁচা।

ওরা তোদের শুন্‌বেনা রে মানা ;
ঠোঁট উচিয়ে আস্‌বে তেড়ে,
ওরা ভাবে, শক্ত ওদের ডানা।
তোদের দেওয়া ঘরের দানা খেয়ে,
নাচ্‌ছে ওরা পরের পানে চেয়ে,
ভাব্‌ছে, খানিক পাখীর বুলি গেয়ে
গুলিয়ে দেবে মিথ্যা এবং সাচা !
রে শাশ্বত, ঠুন্‌কো ওদের বাঁচা।

সবুজ নেশায় ওই যে মাতামাতি,
কতক্ষণ বা রইবে খাড়া ?
ফুরিয়ে যাবে প্রভাত হলে রাতি।

[রেবা]

ওরে শান্ত! যুগ-যুগান্ত জোড়া!
ওরে প্রাচীন! সকল আদির গোড়া!
থামিয়ে দিয়ে কচি ডানার ওড়া
ফিরিয়ে নিয়ে আয়রে ঘরের বাছা;
নরম ডানায় সয় কি গরম নাচা?

আন্‌রে টেনে বদ্ধ ঘরের মাঝে;
রুদ্ধ করে' ঘরের ছেলে,
লাগা ওদের আপন ঘরের কাজে।
যেমন ধারা যুগ-যুগান্ত ধরে'
বাঁচিয়ে এলি কতই উতাল ঝড়ে;
আপন বিত্ত ফেলে ধূলার 'পরে
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে একি যাচা!
ঘরের ছেলে ঘরে এনে বাঁচা।

চির প্রবীণ, তুই যে চিরজীবী;
কত এলো কতই গেলো,
ভাঙ্‌লোনা রে তোর এ ঘরের ঢিবি।
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লি বহুৎ মাতা'
অখণ্ড তোর রইল পুঁথির পাতা,
তোর এ বাঁধন শক্ত হাতের গাঁথা,
ছিঁড়্‌বেনা রে অটুট মাল্যগাছা;
হোক্‌না ওদের যতই উতাল নাচা।

১৭ ফাল্গুন, ১৩২৫

হিসাব-নিকাশ

জননী তুমি বিশ্বমাতা, চাহনা আঁখি মেলে,
আমরা যত নিঃস্ব-দীন-দুঃখী তব ছেলে।
নিকাশ ধরে' দেখনা মাতা,
বুঝবে তবে মোদের ব্যথা.
জননী হয়ে সন্তানেরে কতটা দিলে ঢেলে,
কাঙাল তব ছেলের কাছে কত বা তুমি পেলে।

তুমি যে রাজ-রাজেশ্বরী যাইনি তাহা ভুলে,
কিন্তু তব জন্ম সেই পাষাণ-রাজকুলে।
ভিখারী মোরা যদিও মাতা,
মোদের পিতা মহান্ দাতা,
ভুবন তিন করিয়া দান তোমারি পদ-মূলে,
রিক্তবেশে বসতি তার শ্মশান-চিতাধূলে।

ভাণ্ডারেতে রত্ন-ধন গণনা নাহি হয়,
দুহাতে যদি বিলাও তবু হবেনা তিল ক্ষয়।
কৃপণ তুমি এম্‌নি ধারা,
দাওনা কিছু দুঃখ ছাড়া,
দিনের শেষে শূন্য ঝুলি শূন্য পড়ে রয়,
একটি মুঠি অন্ন তব কর না অপচয়।

এমন দয়া শিখ্‌লে কোথা, বুঝ্‌তে নারি মাতা,
ওজন দরে যে দান করে সে নয় কভু দাতা।
আপন কড়া-ক্রান্তি মিল
উস্‌মুলে নাই ভ্রান্তি তিল,
বিন্দু যদি হয় গো দিতে, অম্‌নি খোল খাতা,
কতই যেন হিসাবে গোল—কতই পাও ব্যথা।

মোদের তুমি দাওনি কিছু, মোরাই দিছি সব,
দেবার কালে হিসাব খুলে' তুলিনি কলরব।
এই যে তব স্বরূপখানি,
মুগ্ধ যাহে পিনাক-পাণি,
অরূপ তুমি কোথায় পেলে এ রূপ অভিনব?
মোদের হাতে রচিত তব যা কিছু বৈভব।

ছিলনা বাড়ী, ছিলনা ঘর, ছিলনা দাস-দাসী,
ছিলনা কোনো বসন-ভূষা রতন রাশি রাশি।
ভোলার মত ভর্ত্তা পেলে,
দুইটি মেয়ে দুইটি ছেলে,
বাসের লাগি অলকাপুরী,—মর্ত্ত্যে পেলে কাশী;
ধনের রাজা কুবের তব দয়ার অভিলাষী।

[রেবা]

আমরা বোকা, লাগায়ে ধোকা গড়েছি রূপ নানা,
কখনো ভীমা ভয়ঙ্করী, কখনো চাঁদপানা।
দুইটা নহে—দশটা হাত,
মোদের তবু শূন্য পাত,
ভাতের লাগি দুয়ারে তব পেতেছে পতি থানা;
এম্‌নিতর করুণা তব—আছে গো আছে জানা।

সবার থাকে দুইটা চোখ্—তোমায় দিছি তিন,
একটা তুলে চাইলে কি গো রইতো কেহ দীন?
মোদের গড়া চরণ দুটি,
ধর্‌তে গেলে পালাও ছুটি,
পরের ধনে পোদ্দারীটা কুলের তব চিন্;
মোদের কাছে বাড়্‌ছে না কি বহুৎ তব ঋণ?

অরূপা তুমি স্বরূপা হলে, কতই হলো ঠাট,
আমরা দিছি, তাইতো হেন সুখের রাজ-পাট।
ইন্দু আঁখি মেলিয়া চাও,
বিন্দু—ওগো বিন্দু দাও,
বিন্দু দানে সিন্ধু তব হবেনা লুট-পাট,
একটি কানা কড়ির দানে ভাঙ্‌বেনা এ হাট।

ফাল্গুন, ১৩২৩

সপ্তপদী

(বৈদিক মন্ত্র)

বর

বিষ্ণুরূপ আমি প্রিয়ে ! গৃহে মোর যত
আহার্য্য সামগ্রী আছে, সে সব নিয়ত
তোমার সেবার লাগি নিয়োজিত রবে ;
আজি হতে তুমি গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী হবে ।
প্রথম চরণক্ষেপ মম গৃহপানে
কর দেবি !

বধূ

আনন্দ-তরঙ্গ বহে প্রাণে
প্রাণনাথ ! শুনি' মধু বচন তোমার ।
ধন-ধান্য-ব্যঞ্জনাদি মিষ্টান্ন সম্ভার,
তোমার যা' কিছু আছে সকলি আমার ।

বর

বিষ্ণুরূপ আমি প্রিয়ে ! বহিবারে ভার
একান্ত সক্ষম আমি । স্বচ্ছন্দ অন্তরে,
দ্বিতীয় চরণক্ষেপ কর মোর ঘরে ।

বধূ

চিরদিন শক্তিরূপে বিরাজিব আমি,
তব বাম-পার্শ্বভাগে । হে আমার স্বামি !
দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, হয়ে হৃষ্টচিত্তা সুখে,

তোমার কুটুম্বগণে নিত্য হাস্যমুখে
নিয়ত করিব সেবা।

বর

বিষ্ণুরূপ আমি।
একান্ত নির্ভয়ে তুমি হও অনুগামী—
তৃতীয় চরণ-পাতে। মোর বিত্ত যত,
নিয়োজিত রবে তব সেবায় নিয়ত।

বধূ

কী আর কহিব প্রিয়! ধন-ধান্য দিয়া
তোষিয়াছ মোরে তুমি। এ আমার হিয়া
একান্ত তোমারি রবে। ভ্রম-বশে কভু
পর-পুরুষের মুখ হেরিব না প্রভু!
ঋতু-স্নাতা শুদ্ধা শুচি হইয়া তোমারে
তোষিব একান্তে নাথ! মন্মথ-বিহারে!

বর

ধীরে,—সতি, ধীরে,—চতুর্থ চরণ ফেলে
মোর গৃহপানে, চল সুখে অবহেলে।
তবালোকে লুকাইবে আঁধারের রাত্রি,
সকল সুখের মোর তুমি অধিষ্ঠাত্রী।

বধূ

প্রতিদিন দিব্য গন্ধ করিব লেপন
মোর এই বর-অঙ্গে,—তোমারি কারণ।

প্রস্ফুট কুসুমে মালা করিয়া রচনা,
সাজিয়া মোহিনী সাজে পুরাব কামনা।
কাঞ্চন-ভূষণে নিত্য বাঁধিয়া কবরী.
প্রতীক্ষা করিয়া রব দিবস-সর্ব্বরী।

বর

মোর গৃহে আছে প্রিয়ে! যত পশুপাল,
আজি হতে তব বাধ্য রবে চিরকাল।
গো-মহিষ সেবারতা তুমি হাস্যমুখে—
প্রতিদিন দুগ্ধ মোরে পিয়াইবে সুখে।
পঞ্চম চরণক্ষেপ কর পথ চিনে'
আজি হতে পশুপাল তোমারি অধীনে!

বধূ

তোমার সর্ব্বস্ব মোরে করিলে প্রদান!
কে আছে ভুবনে বঁধু, তোমার সমান?
প্রিয় সখীগণ সাথে একান্ত যতনে,
নিত্য নিয়োজিত রব গৌরী আরাধনে।
সতীর চরণ পূজি' সতীত্ব লভিয়া,
তোমাতে অচলা ভক্তি লইব মাগিয়া।

বর

গ্রীষ্ম বর্ষা কি শরৎ হেমন্ত বা শীত
বসন্ত ঋতুর প্রিয়ে, যা' কিছু সম্বিৎ,
আজি হতে তারা রবে অধীন তোমার।

ষড় ঋতু অধিষ্ঠাত্রী হে কর্ত্রী আমার !
সুখে ষষ্ঠপদক্ষেপ কর গৃহ পানে।

বধূ

যোগ্য যেন হই নিতে তোমার এ দানে।
যজ্ঞ-হোম-দান-আদি যত অনুষ্ঠান,
সর্ব্বকার্য্যে তব বামে করি' অধিষ্ঠান
সম্পাদিব মনের হরষে। যা' করাবে
তুমি, তব অনুগামী আমি—সেই ভাবে—
করিব পালন। আমি তব অর্দ্ধাঙ্গিনী,
আমি তব দাসী।

বর

প্রিয়তমা লো সঙ্গিনী !
এ মহামুহূর্ত্তে তুমি এস সপ্তপদ।
ভূ-আদি এ সপ্তলোকে যা' কিছু সম্পদ,
তোমার অধীন হোক্। আমি বিষ্ণুরূপ !
হে অনুগামিনি, তুমি বুঝিয়া স্বরূপ,
এস মোর গৃহমাঝে এস গৃহলক্ষ্মী !

বধূ

অন্তরীক্ষে দেবগণ রহিলেন সাক্ষী।
তুমি—তুমি—তুমি মম ভর্ত্তা প্রাণপতি,
সুখে-দুখে এ জনমে আমি চিরসাথী।

৭ চৈত্র, ১৩২৪

মদন-বাণ

ধনুক-বাণ করয়ে খান,—বিদ্ধ হয় যা'তে,
পিনাক-পাণি কি ফাল্গুনী, থাক্‌না যার হাতে।
তোমার বাণে হে মন্মথ!
সৃষ্টি-ছাড়া বিধান যত,
সহজ নিজ ধরম ঘুচে মরম-শরাঘাতে;
দু'খানা লয়ে জুড়িয়া দাও অটুট এক সাথে।

১১ আশ্বিন, ১৩২৫

কামিনীর জন্ম-কথা

কিশোরী কনক-তনু এলাইয়া কি আশে,
পথপানে চেয়েছিল না-জানি কী পিয়াসে।
দিন গেল মাস গেল বছরও চলে যায়,
ক্ষণেকের তরে বঁধু তবুতো এলোনা হায়!
বুক ভরা এত প্রেম,—মিলিল না প্রতিদান,
অনাদরে সেই খেদে অকালে ত্যজিল প্রাণ।

অকরুণ এ উপেখা' মদন হেরিয়া চোখে,
নিজেরে ভাবিল দোষী, কাতর হইল শোকে।
যতনে কনক-তনু আদরে লইয়া তুলি,
কুসুম-কানন মাঝে হিয়াখানি দিল খুলি।
ফুল হয়ে ফুটিল সে না পোহাতে যামিনী,
মদল থুইল নাম—সুশুভ্র "কামিনী।"

সেইদিন হতে আজো প্রতি নিশীথের বুকে,
আনন্দে দোলে বালা কী যেন আকুল সুখে।
উষায় কাঁদিয়া লুটে শিশিরের ঝরণায়,
মনে হয় পাছে কেহ ছল করে পুনরায়।
একবার বুকে যার দাগা লাগে উপেখায়,
আর কি যতনে তারে কিছুতে বাঁচানো যায়?

২৩ পৌষ, ১৩২৮

ঝরা ফুল

ওগো প্রভাতের ঝরা ফুল,
কেন নীরবে মুদিছ আঁখি ?
তুমি অকূলে হারায়ে কুল
কেন হুতাশে বয়ান ঢাকি ?

যবে সান্ধ্য-গগন বাহি,
শুভ সন্ধি-লগন চাহি,
কে গো শ্যামলাঞ্চল দিয়া
যবে পরশিল তব হিয়া,
তুমি সোহাগ-জড়িত ললিত অধরে
হাসিলে গরব মাখি।

যবে উতলা দখিন হাওয়া
ধীরে বহে' গেল সুমধুর,
মৃদু মধ্যম রাগে গাওয়া
যবে বাজিল মোহন সুর ;
যবে কুঞ্জ-কুটির-দ্বারে
অলি এসেছিল বারে বারে,
দিয়ে স্মর-শরাসন হানা
নব সোহাগ জানালো নানা ;
কালি' উষার কিরণে বরিবে মরণে,
ছিল না কি তব জানা ?

[রেবা]

ওগো প্রভাতের ঝরা ফুল,
কেন নীরবে মুদিছ আঁখি ?
তুমি অকূলে হারায়ে কুল
কেন তুকূলে বয়ান ঢাকি ?

তব ঘন পল্লব মাঝে,
প্রতি পাঁপড়ির ভাজে ভাজে,
ছিল সঞ্চিত কত বাঞ্ছিত মধু
শ্যামল শোভন সাঁঝে।

আজি তরুণ প্রভাত বেলা,
কেন ফুরাইল তব খেলা ?
চারু কুসুম-সুবাসরাশি,
কেন লুকালো মোহন হাসি ?
কেন মঞ্জুল তব গন্ধ-সুষমা
নিমেষে হইল বাসি ?

ওগো প্রভাতের ঝরা ফুল,
কেন মুদিত যুগল আঁখি ?
তুমি আর কি পাবেনা কুল ?
রবে সরমে বয়ান ঢাকি ?

২৪ বৈশাখ, ১৩২২

বিয়োগে

তারই মতন শীতল হাসি
গোলাপ ফুলের পাঁপড়ীতে,
গন্ধ এসে লুটায় কেঁদে
ওই জানালার জাফরিতে।
ঐখানে তার খেলার সাথী—
কাঠের ঘোড়া মাটীর ভার,
আজকে ওদের একলা প্রাণে
জমাট-বাঁধা হাহাকার।
ঐ তো রে তার ঝোল্‌না-দোলা
মরার মত ঠায় পড়ে'
নৃত্য-দোদুল ছন্দটি ওর
বন্ধ চিরদিন তরে।
এই যে কোমল বিছানাটি,
এই যে পেলব দেহের ঢাকা,
এই বালিসের ছন্দ-বন্ধে
তারই গায়ের গন্ধ মাখা।
ওই পাপিয়া ডাক্‌ছে তারে
প্রাণ-কাঁদানো করুণ স্বরে,
ঐ আকাশের তারাগুলি
তারেই খালি খুঁজে মরে।

[রেবা]

ঐ কে কাঁদে কোন্ সুদূরে,
তারই লাগি বুঝেছি তা'
আমার বুকের তীক্ষ্ণ তাপে
বিশ্বজোড়া জ্বল্‌ছে চিতা।
আমার ব্যথা ছড়িয়ে গেল,
জড়িয়ে গেল জগৎময় ;
বিশ্ব আজি জুড়িয়ে গেল.
মিথ্যা নয় এ মিথ্যা নয়।
নিজকে আমি নিঃস্ব করে'
বিশ্বময়ই দিলাম ধরা ;
ভুবন ভরা তারই হাসি.
তারই স্নেহের শীতল ঝরা।

২৬ ফাল্গুন, ১৩২৮

মিলনে চিরবিরহ

সাঁঝের বেলা ছাদের 'পরে বাঁকায়ে তনু-লতা,
আল্‌সে' ধরে' দাঁড়ায়ে ধনা, নয়নে নীরবতা।
আকাশ-পথে পালায় রবি, ধূসর ধূলি উড়ে,
কিরণ-রুলি মুছিয়া যায় রথের নেমি ঘুরে'।
দূরের বনে ছায়ার সনে আলোর লুকোচুরি,
কুলায় তরে শ্রান্ত পাখা পাখীরা যায় উড়ি!
দখিন হাওয়া করুণ স্বনে বিদায়-গীতি গায়,
ব্যাকুলা ধনী উদাস মনে মলিন মুখে চায়!

নাগর তার কপাল দোষে হয়েছে ঘর-ছাড়া,
মাঠের খোলা হাওয়ার মত বেড়ায় ঘুরে' পাড়া।
জাগিয়া কাটে দীর্ঘ নিশি অর্ঘ্য লয়ে ঘরে,
ব্যর্থ পূজা!—দেবতা তাহা গ্রহণ নাহি করে।
শুষ্ক ক্ষীণ দগ্ধ বুকে তপ্ত বালু হাসে,
হাহাকারের ঝলক্ মারে গরল-ভরা শ্বাসে!
এম্‌নিতর নিঠুর লীলা ব্যাপ্ত চরাচর,
বিশ্বময় বেড়ায় যুঝে, পায়না খুঁজে ঘর।

[রেবা]

অকালে হায়, কপাল দোষে একি বজ্রাঘাত !
পাষাণ কে গো কাড়িয়া নিল কোলের বাড়া ভাত ?
কমল-রাণী মৃণাল খুলে' চাইতেছিল ফিরে,
এমন কালে কোন্ সে রাহু গ্রাসিল রবিটিরে ?
ঠোঁটের হাসি ফুরায়ে গেল, ফুট্‌লো না তো আর,
ধনীর বুকে দারুণ দুখে জাগ্‌লো হাহাকার।
বিফলে গেল মরম-সেচা সুখের শুভখন,
কিন্‌লো সারা জীবন-পণে দীর্ঘ জাগরণ !

নিম্ন পথে ও-কার ছবি নীরবে দিল দেখা।
ক্লান্ত তনু শ্রান্ত পদে সে আসে একা-একা ?
বুকের মাঝে জমাট যত উঠ্‌লো কেঁপে'-ফুলে',
দেবতা আজ সদয় হয়ে এলো কি পথ ভুলে ?
বাসনা সাজি নবীন বেশে আশার আলো হাতে,
পথের আঁধা দারুণ বাধা দলিল পদাঘাতে ?
হেরিয়া হিয়া সোহাগ ভরে পড়্‌লো সুখে এলে,
অরুণ ফিরে চাইলো কি রে, করুণ আঁখি মেলে ?

[সেবা]

এমন খন কখন হবে,—যখন প্রাণ-বঁধু—
স্বপন-ভাঙা জাগন দিয়া ছড়াবে প্রাণে মধু !
গদ্যময় জীবন পুঁথি খুলিবে পাতাখানি,
রচিত হবে কাব্য নব কোমল কর হানি !
চোখের কোণে নীরব ভাষা নিবিড় হয়ে উঠি',
শীতল দুটি চরণতলে পড়্‌বে লুটি'-লুটি' !
এমন ধারা সৃষ্টি ছাড়া হয় কি আয়োজন ?
মৃণাল হাসে ঊর্দ্ধদেশে—নিম্নে বিরোচন ?

নয় গো নয়—সে কভু নয়—এ নয় সেই জন,
যাহার লাগি জীবন-ভোর দীর্ঘ জাগরণ।
সেই তো রূপ, সেই তো কথা, সেই তো সমুদয়,
তথাপি কেন পরাণ কহে,—নহে গো এ সে নয় !
হতাশে নিতি মাধুরী তার ফুট্‌তো শত-শত,
হিয়ার দলে আশার ছলে সাজ্‌তো অবিরত ;
না পেয়ে তারে পাইয়াছিনু সকল বুক ভরে',
পাইয়া আজি হারাতে হলো চিরটা কাল তরে।

১২ কার্ত্তিক, ১৩২৪

আশা

আশা, ওগো হৃদয়ের রাণী,
বেদনা-বিধুর বক্ষের দ্বারে
তুমি কহ সুধা বাণী !

অকূলের নীরে দূরে দেখা যায়
তোমার পুলিন রেখা ;
নিকষ তিমিরে দীপটি লইয়া
ওই যে দাঁড়ায়ে একা !
যেদিকে তাকাই, যার পানে চাই,
কেহ নাই আপনার ;
চারিদিকে শুধু গরজিয়া নাচে
নিরাশার পারাবার ।
প্রাণের ধরম মানেনা তো কেহ,
পুঁথি খুলে' আসে তেড়ে ;
মরণ-পথিকে বুঝাইতে চায়
শাস্ত্রবচন ঝেড়ে ।
দীর্ণ বুকের হাহাকার শুধু
মিলায় অকূল নীরে ;
দুটি বাহু দিয়া ঘেরিয়া যতনে
তুমি তুলে' দাও তীরে ।

[রেবা]

কত না আদরে, সোহাগের ভরে,
ললিত বীণার তানে,
জীবনের প্রতি তন্ত্রী নাচায়ে
কত কথা কও কানে।

নিদাঘ-আতপে তাপিত পরাণ
হুতাশার নিশোয়াসে,
সজল-জলদ-শীতল-শোভায়
তব ধারা নেমে আসে।
নয়নে যখন বরষার ধারা,
কণ্ঠে মেঘের রব,
শারদ-শশীর হাসিটি মাখিয়া
কর তারে পরাভব।
ভরা ভাদরের বাদর-ক্লান্তি
বেষ্টিয়া হিম-জালে,
তুহিনে ভরিয়া সকল ভুবন
তুমি নাচো ক্ষীণ তালে।
ধীরে ধীরে মরি, কী ঘুম পাড়াও
শিশিরের শরাঘাতে,
দুখের হিমানী কেমনে মিলাও
মরণের রেখা পাতে।

[রেবা]

আবার জাগাও নব যৌবনে
শীতল জরার প্রাণ,
শুভ বসন্তে শান্তি মলয়া
বনে বনে গাহে গান।

ওগো আশা, তুমি জীবনের খনি,
চির মরণের দেশে ;
তব করুণায় উতাল প্‌রাণ
নিতি সাজে নব বেশে।
ওগো আশা, ওগো মরমের সখি,
ওগো হৃদয়ের রাণী,
তব আশ্বাসে রয়েছি বাঁচিয়া,
শুনিয়া সরস বাণী।

৩ ভাদ্র, ১৩২৩

পিরীতি ব'লোনা তা'রে

সমস্ত হৃদয়-মন দিয়া,
আকণ্ঠ ভরিয়া,
যদি না বচন-সুধা করে' থাক পান ;
ফুরাইলে গান,
যদি নাহি হয় মনে,—
এমন তো শুনিনি শ্রবণে ;
সুদূর স্বপন সম সে যখন ছাড়িয়া লুকায়,
তখন যদি না মন
কহে তোরে অনুখন,—
ত্রিভুবনে আর কেহ—কিছু নাই হায় !
সোহাগ হইয়া হারা,
যদি-না পাগল-পারা
ভিখারী দীনের মত আপনারে মনে তোর হয় ;
পিরীতি ব'লোনা তা'রে,—
ওরে মন, তা'র নাম প্রেম কভু নয়।

জন-কোলাহল মাঝখানে,
বসি' তার ধ্যানে,
যদি-না সে প্রেম-মুখ জাগে অহরহ ;
হইলে বিরহ,
মিলনের আশা নিয়া
যদি-না ধৈরয রহে হিয়া ;
নিষ্ঠায় বিশ্বাস রাখি, স্বপনের সুদীর্ঘ আশ্বাসে,
যদি-না পুলক-ভরে
দিন তোর কাটে ওরে,
বিরহের মাঝে চির মিলন পিয়াসে ;
বিশ্বাস হইলে হারা,
যদি জীবনের ধারা
মরণের ত্রাণ মাঝে বিরাম খুঁজিয়া নাহি লয় ;
পিরীতি ব'লোনা তারে,—
ন, তা'র নাম প্রেম কভু নয়।

—এলিজাবেথ ব্যারেট্ট ব্রাউনিং।

১৫ ভাদ্র, ১৩২৫

কুলবধূ

দরশন-সীমা—চরণের নখ পানে ;
হাসির সীমানা— অধরের পল্লব ;
বচন-সীমানা—সখী সনে কানে-কানে ;
শ্রবণের সীমা—শিশু-মুখ-কলরব ।

ঘ্রাণ-সীমা—নিতি চয়িত পূজার ফুল ;
স্পর্শ-সীমানা— স্বামীর চরণ-তল ;
গমনের সীমা— গৃহ-বাতায়ন-মূল ;
অভিমান-সীমা—কেবল নয়ন-জল !

কর্ম্মক্ষেত্র—আঁধা রন্ধন-শালা ;
স্বাদ-সীমা—প্রিয়-পাত্রাবশেষ যাহা ;
ধর্ম্মক্ষেত্র—আঙনে তুলসী-তলা ;
ক্রোধ-সীমা—শুধু মৌন হইয়া রহা ।

বিলাসের সীমা—সিঁদূর-শঙ্খ-সাজে ;
বাসনার সীমা—সবারে তৃপ্তি দিয়া ;
রমণি, তোমার সকলি সীমার মাঝে,
অসীম কেবল প্রেম-মণ্ডিত-হিয়া ।

২৮ ভাদ্র, ১৩২৫

ঘাটের কাব্য

[১]

এ-পারে আমার ক্ষুদ্র কুটির,
ও-পারে তাদের ঘাট ;
প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বসে
রূপনগরের হাট।
ঘাটের অদূরে খেয়ার পাটনী
লোক পারাপারে ফিরে ;
ছোট বেড়া দিয়া ঘাটের সেদিক্
তাই তো নিয়েছে ঘিরে !

একলাটি ঘাটে পৈঠার 'পরে
বসিয়া সকাল-সাঁঝে,
পোড়া মাটি আর খড়-পাতা দিয়া
নিতি সে বাসন মাজে।
খেয়া-পারে কত যায় আর আসে,
কেহ না দেখিতে পায় ;
হাটের মুখর পথটির পাশে
নীরবে সে নিরালায়।

[রেবা]

কুটিরের মোর সমুখে বাগান,
পথ গেছে ঘুরে ঘুরে,
সবুজ সাড়ীর বুননিতে যেন
লাল রেশমের ডুরে।
বাগানের কোণে লতা-বাঁধা ঘর,
ইটের আসন গাঁথা ;
দূরে নদী-পারে সে মাজে বাসন,
হাতে লয়ে ছাই-পাতা।

কোমল অঙ্গ দোতুল তাহার
ললিত ভঙ্গিমায় ;
স্বেদ-বিগলিত চন্দ্র-বয়ান
লালিম রঙ্গিমায়।
কুঞ্চিত কালো অলক নাচিয়া
চুমা খায় চোখে-মুখে ;
প্রতি হিন্দোলে ছন্দ তাহার
ভেসে আসে মোর বুকে।

স্রস্ত শিথিল অঞ্চলখানি
লুটায় চরণ-পাশে ;
মিলিবে কখন হারা-ঠাঁই তার
চেয়ে আছে সেই আশে।
পদতল চুমি আকুলি ব্যাকুলি
তটিনী কি কহে কথা,

উর্ম্মি-উছলে বিছুরিয়া পড়ে
মর্ম্মের যত ব্যথা।
শত বাহু মেলি হিজলের শাখা
ছত্র ধরেছে শিরে,
ফাঁকে ফাঁকে তার উঁকি মারে রবি,
বায়ু বহে অতি ধীরে :
নবনীত হাতে ঠুন্-ঠুন্ বাজে
মিঠে চুড়ি মিঠে তালে ;
এত লোক চলে হাটের পথেতে
শুনে নাই কোনো কালে !

নদী দিয়া কত ছোট আর বড়
তরণী বাহিয়া যায়,
মুখ তুলে কভু সে দেখেনা চেয়ে,
তারাও ফিরে না চায়।
দৈবাৎ যদি কভু কোনো জন
চেয়ে রহে তার পানে,
লতার কুঞ্জে মোর বুকে কেন
দারুণ কুলিশ হানে ?
নিত্য প্রভাতে বাসন মাজিয়া
স্নানটি সারিয়া লয় ;
আর্দ্র বসনে দ্রুত যায় চলে'
যেন তার কত ভয়।

হস্তে বাসন, কক্ষে কলসী
ছলকে উছলে বারি ;
আমারি পরাণ ঝরে' পড়ে যেন
বহিয়া সিক্ত সাড়ী।

দিবসের কাজ প্রায় অবসানে
ঢলে' পড়ে যবে রবি,
ঘাটের পৈঠা আলোকিত করি
হাসে তার মুখ-ছবি ;
এলাইত কালো কুন্তলে খেলে
শান্ত কিরণ-ছায়া,
ঘাটে কি আমার হৃদয়ের তটে,
বুঝিতে পারিনা মায়া !

সারা যামিনীর কি তপের ফলে
তরুণ অরুণ প্রায়,
লাজ-রক্তিম স্নিগ্ধ সুষমা
ঘাট-তটে দেখা যায় ;
স্তব্ধ দুপুরে মোর হিয়া জুড়ে
ধেয়ানে যে রহে লেখা,
দিবা-অবসানে মূরতি ধরিয়া
আসিয়া সে দেয় দেখা।

তপন-রাজার না মানি শাসন
ক্ষুদ্র মেঘের দল,

বিদ্রোহী বেশে গগনের দেশে
যবে তোলে কোলাহল ;
ঝর-ঝর ধারা কড়-কড় নাদে
দুর্দ্দিন নাহি হয় ;
সে আসেনি ঘাটে, মোর কাছে তাই
দুর্দ্দিন অতিশয় !

চির-কাঙ্ক্ষিত আশিসের মত
প্রভাত আলোর হাসি,
তার্ ঘাটে আর বাগানে আমার
সমান বাজায় বাঁশী।
দিবসের শেষে শ্রান্ত তপন
দুঁহু পানে চেয়ে রয় ;
তার সনে মোর কেবল মাত্র
এইটুকু পরিচয়।

ছোট-খাটো এই নদীটির মত
আশা-নিরাশার ঢেউ,
হিয়ার পুলিনে আছাড়িয়া মরে,
জানেনা তো আর কেউ।
নীরবে নিরালা দেখে' দেখে' তারে
কেমন উপজে ভুল ;
নয়ন মেলিয়া, অথবা মুদিয়া,
দুই হয় সমতুল।

[২]

পিশিমার চাই হাটের বেসাতি,
হরে' চলিয়াছে তাই ;
জানিনা কেন যে নিবারিয়া তারে
কহিলাম "আমি যাই।"
শুনিয়া পিশিমা বড় খুসি হয়ে
দিলেন ফর্দ্দ মোরে ;
মহা উৎসাহে করিনু যাত্রা
কি এক মোহের ঘোরে।

খেয়ার নৌকা ঘাটে ছিল বাঁধা,
মাঝি ছিল হাল ধরি ;
না-জানি কি এক অজানা পুলকে
উঠিনু তরণী 'পরি !
ত্রস্তে পাট্‌নী ভাসাইল খেয়া
মৃদু তরঙ্গ দোলে ;
দুরুদুরু পরাণ উঠিল নাচিয়া
তটিনীর কল-রোলে।

যে-পারে আমার স্বপনের রাণী
আজ আমি সেই পারে ;
ওই দেখা যায় ছোট্ট বেড়াটি,
ঘাট তার ওই ধারে।

বেড়ার উপরে মৃদু দুলিতেছে
রঙীন গামোছা খানি,
তাহারি অঙ্গ-গন্ধ খচিত
দিব্য পরশ-দানি।

হাসিল তপন রিক্ত গগনে
কুতূহলে চেয়ে চেয়ে;
আম্র-শাখায় নম্র কি সুরে
দোয়েল উঠিল গেয়ে।
খেয়ার সাথীরা চলে গেল দূরে,
নির্জ্জন নদী-কূল;
গামোছার রঙে রঞ্জিত চিত
কিসে কি করিল ভুল!

চেয়ে দেখি, ভীত চকিত নয়নে
সে রয়েছে দাঁড়াইয়া;
উন্মাদ আমি তটের উপরে
দুটি বাহু বাড়াইয়া।
চেতনা পাইয়া তাড়াতাড়ি লাজে
কহিনু "যাইব হাট";
বাঁশীর মতন, বিলোল হাসিয়া
সে কহিল "এ যে ঘাট!"

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

গুপ্তপ্রেমের তৈথিক নিদান

প্রতিপদে প্রতি পদে মন উড়ু উড়ু,
দ্বিতীয়ায় দূতী খোঁজে আনাগোনা সুরু ;
তৃতীয়ায় তালমতো গলা খক্কর,
চতুর্থে চারিচোখে চাওয়া বক্কর।
পঞ্চমে পিছে পিছে প্যান্‌-প্যান্‌ করা,
ষষ্ঠীতে কী ফষ্টি !—হাতে হাত ধরা ;
সপ্তমে বক্তৃতা সুরসাল পত্র,
অষ্টমে পষ্টই দুজনে একত্র।
নবমীতে নয়া নয়া সোহাগের ডাঁক,
দশমীতে দশদিকে বাজে জয়ঢাক ;
একাদশে আপ্‌শোষে রহে উপবাসী,
দ্বাদশীতে দোয়া-মনা—বাসি কি না-বাসি।
ত্রয়োদশে তিন কুলে কালি দেয় ঢালি,
চৌদশে দুর্দ্দশা ফ্যাং-ফোঁং খালি।
তারপর কারো ভাগে অমানিশা আসে,
পূর্ণিমা-চাঁদ কারো চেয়ে চেয়ে হাসে।

১৬ ফাল্গুন, ১৩২৪

একা-সপ্তক

জয় দরিদ্র-লাঞ্ছন
অভদ্র-বাঞ্ছন
ঘর্ম্ম-নিসিঞ্চন
শকট রাণী ;

জয় ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্-কচায়নী
খচ্-খচ্ কী খেচনী,
মচ্-মচ্ কী নাচনী
সখের খানি

জয় হে পৃষ্ঠ-বিঘাতন
সর্ব্বদা-সচেতন
চির-চমকিত-মন
সুশঙ্কিনী ;

জয় নিতম্ব-মর্দ্দন
যকৃৎ-বিবর্দ্ধন
তুমি দেবি, নির্দ্ধন
গতি-দায়িনী

জয় ঝিঁ-ঝিঁ-বাত-কর্ষণ
দন্ত-বিঘর্ষণ,
অনাহূত বর্ষণ
নয়নে বারি ;

তুমি হাতে-পায়ে ধর খিল,
নাড়ি-ভুঁড়ি মার ঢিল,
উদর নটনশীল
কী বলিহারী !

জয় হে চালক-চেঁচায়িত
ধূলিকুল-উড়ায়িত
আঁখিযুগ-ধাঁধায়িত
ক্ষুদ্র ভীমা ;

তুমি ভূচর কি জলচর
অথবা খেচর-বর
বুঝিতে পারেনা নর
তব মহিমা ।

জয় দণ্ড-বিমণ্ডিত
রজ্জু-বিলম্বিত
টোপর বসনাবৃত
অনায়তনি ;

জয় গম্বুজাকৃত ছাতা
সদাই চাপিয়া মাথা,
ছিন্ন আসন-কাঁথা
কী পুরাতনি !

[রেবা]

জয় পঙ্গু-নয়নহীন-
ঘোটক-নামক-ক্ষীণ-
জন্তু-বাহিত-তিন-
মূরতিধারী ;

জয় কম্পন-ঝম্পন
কখনো বা লম্ফন,
মাঝে-মাঝে ডম্ফন
—ভূতলচারী।

জয় দ্বিচক্র-চক্রিণী
গতি অতি বক্রিণী
নিরবধি ঝক্রিণী
চক্রপাণি ;

জয় কলেবর-হিন্দোলা
অন্দরে লাগে ঘোলা
গরীবের প্রাণ-ভোলা
বাহন-খানি !

৬ মাঘ, ১৩২৪

মিলনে

বৃন্তের অন্তরে আছিল যে-মন,
আজি তার ফুটিবার এ নিমন্ত্রণ।
স্যাঙাতের ওস্তাদি পঞ্চম তানে,
পরাণের তারে-তারে জাগরণ আনে।
কবে এলো দরিয়ার আচম্‌কা ঢেউ,
কবে হলো সুর বাঁধা— জানেনা তা' কেউ।
কোন্ গান গাহে গুণী— বাজে কোন্ তাল,
টপ্পা কি গজল বা ধ্রুপদ খেয়াল ;—
পণ্ডিতী মগজের সূক্ষ্ম বিচার ;
সহজিয়া - ধারেনা এ ভাবনার ধার।
গাহনায় বাজনায় যদি হয় মিশ্,
দুনিয়ার বৈঠকে খাসা মজ্‌লিস্।

২৬ কার্ত্তিক, ১৩২৭

পূর্ণিমা

আজু রে পূর্ণিমা !
জ্যোৎস্না-নিথর নগ্ন ধরার
নাই শোভার সীমা !
তরুণ হাস্য নয়নে চমকে,
তরুণ লাস্য চরণে ঠমকে,
তরুণ আস্য-দ্যুতির ঝলকে
ক্ষরিছে মধুরিমা !

আজু রে পূর্ণিমা !
মুকুতা-খচিত তাজ পরি শিরে
তরুর তরুণিমা ।
রুচির হাস্য উদার গগনে,
ঠিকরিয়া পড়ে ময়দানে, বনে,
নিপুণ লহরে গোপন গহনে
ঝলকে চন্দ্রিমা ।

আজু রে পূর্ণিমা !
নিটোল তটিনী অঙ্গে অঙ্গে
মাখিল কি নীলিমা ?
তরল লাবণি গলিয়া গলিয়া,
ঊর্মি-দোদুল পড়িছে ঢলিয়া,
খর-যৌবন-বান উছলিয়া
কল্লোলে গরিমা ।

[রেবা]

আজু রে পূর্ণিমা !

তারা-ফুলদাম ফুটিয়া ফুটিয়া

লুটিছে রঙ্গিমা ।

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জন-গান,

পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত মান,

ভূতলে গগনে বাজে একতান

বিলোল ভঙ্গিমা ।

আজু রে পূর্ণিমা !

স্বপন-বাসিত সুপ্ত ভুবনে

লীলা অপরিসীমা

ঘরে ঘরে দীপ হয়েছে অন্ধ,

ভুজে ভুজে নব নিবিড় বন্ধ,

খোলা বাতায়নে হাসিছে চন্দ্র

নন্দন লালিমা ।

আজু রে পূর্ণিমা !

নাই ক্ষোভ-ক্ষতি, নাই লাজ-বাঁধ,

নাই তিল তনিমা ।

বিরহ আজিকে পূর্ণ মিলনে,

মিলন কাঁদিছে বিরহ-স্বপনে,

শাশ্বত নামি বিশ্ব-আঙনে

নিশ্বসে মহিমা !

২ পৌষ, ১৩২৫

তোমারই হিয়াখানি

আবেশ-বিভোলা তরুণীর বাহুলীনা
তরল বীণার শুনেছি লহর-গান,
জোছনা নিশীথে সুদূর হইতে ক্ষীণা
ভাসিয়া এসেছে উদাস বাঁশীর তান :
ছয় রাগ তার রাগিণী-ঘরণী লয়ে
হিয়ার তন্ত্রে কী মন্ত্রে দিছে সাড়া,
শিহরি শিহরি বিভোল বিবশ হয়ে
শুনিয়াছি তাহা মুগ্ধ পাগল-পারা।
অমিয়-মধুর শুনি নাই হেন বাণী—
'তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি !'

মলয় পবনে বাসন্তী সুধা সুর
বহিয়া এনেছ অমৃতের সংবাদ,
নীড়ে বসি' পাখী গাহিয়াছে সুমধুর
জাগায়ে বুকের ঘুমন্ত আধো সাধ ;
মধু-লোভাতুর অলি-গুঞ্জন-গানে
কুঞ্জ কাননে ভেঙেছে পুঞ্জ ব্যথা,
লাস্য-চুম্বনে কুসুমের সে বয়ানে
শুনেছি কোমল আবেশের মৃদু কথা
অমিয়-মধুর শুনি নাই হেন বাণী—
'তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।'

নিকষ নিশীথে মৃদুল পশেছে কানে
অভিসারিকার ত্রস্ত নূপুর রব,
কত রূপসীর নৃত্য-মুখর তানে
চারু মূর্চ্ছনা জাগিয়াছে অভিনব ;
চ্যুত-পল্লব মর্ম্মর স্বন-স্বনে
শুনায়েছে কত রাগ-রাগিণীর ধ্বনি,
শুনেছি উষায় অরুণ-সম্ভাষণে
বিহগ-কণ্ঠে মঞ্জুল আগমনী।
অমিয়-মধুর শুনি নাই হেন বাণী—
'তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।'

পাষাণ-বক্ষ বিদারিয়া ঝর্‌ঝর্‌
ঝরিতে শুনেছি নির্ঝর কল-লোল,
সিন্ধুর প্রেমে পাগলিনী তরতর
তটিনীর সেই নম্র নৃত্যরোল ;
দৃপ্ত সাগর গম্ভীর গরজনে
দেখেছি পড়িতে বেলাভূমে আছাড়িয়া,
শুনেছি জলদ দুর্জ্জয় তরজনে
বিজলি ঝলকে হাঁকিতে গগন দিয়া।
অমিয়-মধুর শুনি নাই হেন বাণী—
'তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।'

শিশুকণ্ঠের কমনীয় আধ-তানে
নন্দন আসি' উজলয়ে গৃহ-কারা,
ভক্তমুখের কীর্ত্তন নাম-গানে
পথ মাঝে আনি' করে' দেয় গৃহহারা
যা' কিছু সুচারু নির্ম্মল কম-তান
সব ডুবে গেল আজি এ ধ্বনির কাছে,
রিক্ত মুক্ত এই যে আত্মদান,—
হেন মধুরিমা ভুবনে কি আর আছে !
অমিয়-মধুর চির শাশ্বত বাণী—
'তোমার—তোমার—তোমারই হিয়াখানি ।'

২৩ ভাদ্র, ১৩২৫

কে আসে

কে আসে—কে আসে নৃত্য-রত,
পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া দিয়া ?
নবোদিত অরুণের মত
তরুণ মাধুরী ছড়াইয়া ?
উদ্বেলিত দৃপ্ত সাগরের
দূর-শ্রুত গর্জ্জনের মত,
কা'র ধ্বনি দীর্ণ হৃদয়ের
গুপ্ত-গৃহে শুনি অবিরত ?

কে আসে—কে আসে চঞ্চলিয়া,
অঞ্চল পরশি' মুক্তবায়ে ?
কুসুমের কান্তি মূরছিয়া,
চুম্বনের সুষমা ছড়ায়ে ?
হাসি বাঁশী গান আর মালা,
বিহগের সোহাগ-কাকলি,
গগনের চন্দ্রমা উজালা,
কার কথা কহিছে আকুলি ?

কে আসে—কে আসে অন্ধকারে,
দ্বন্দ্ব আর দ্বিধার তিমিরে ?
বরষার প্লাবন-পাথারে
ভাসাইয়া সুপ্ত পথটিরে ?

[রেবা]

এক হাতে দণ্ড নিরমম,

অন্য হাতে ভাণ্ড করুণার,

মধুর ও ভীষণে সঙ্গম,

জাহ্নবীতে অসি-বরুণার।

কে আসে—কে আসে দৃপ্ত বীর,

আগ্নেয়-বরুণ বাণ নিয়া ?

কেন এত হয়েছে অধীর,

জিনিবারে আমার এ হিয়া ?

কে আসে মরণ-রথে চড়ি,

জীবনের যবনিকা হাতে ?

কি দিয়া বরণ তারে করি;

ভাবি তাই সকাল-সন্ধ্যাতে।

সে কি দূরে ? এসেছে কি কাছে ?

বুঝিতে পারিনা কিছু ঠিক !

এই মাত্র শুধু জানা আছে,—

চিত্ত মোর হয়েছে নির্ভীক।

ওগো এস—এস গো ভীষণ !

এস এস সুন্দর মাধুরী !

বিছাইয়া শাশ্বত আসন

বসো মোর সরবস্ব জুড়ি।

২৬ ভাদ্র, ১৩২৫

এস হে

এস হে এস জীবনে !
বর্ষা সম গগন-ঘেরা শাঙণ-মেঘ বরণে,
শরৎ সম শিউলি শিহরিয়া হে ;
শীতের মত চকিত ভীত অনিশ্চিত চরণে,
গ্রীষ্ম সম বিশ্বগ্রাসী প্রদাহে ।
বসন্তের কান্তা সম কান্ত রস ফুটায়ে,
নিবিড়তর প্রগাঢ় ঘন চুম্বনে ;
মিলন-মাখা মলয়া বাহি'—বিরহ-ঘোর ছুটায়ে,
পরাণ-ভরা আকুল পরিরম্ভণে ।

এস হে এস জীবনে !
হাওয়ার মত দোদুল দোলে মরুৎ-রতি হিলোলে,
পাখীর মত কাকলি-কলা আলাপে ;
রমণী সম বিলাস-মাখা লালসা-হাসি বিলোলে,
ব্যথিত সম আকুল দুখ-বিলাপে ।
নবোঢ়া নব কিশোরী সম চকিত চোখে চাহিয়া,
যুবতী সম গরব মূঢ় চরণে ;
প্রৌঢ়া সম গৃহিণী সম স্নিগ্ধ বাণী কহিয়া,
বৃদ্ধা সম শুদ্ধ পূত পরাণে ।

এস হে এস জীবনে !
মিলন সম মেলানি দিয়া সকল হিয়া নাচায়ে,
বিরহ সম অসহ দুখ বহনে ;
দুঃখ সম দৈন্য সম পণ্য সম যাচায়ে,
নিঃস্ব সম হাস্যহীন দহনে ।
বালক সম দ্যুলোক-দ্যুতি পুলক-মাখা হাসিটি
লইয়া এস আলোক তব এ লোকে ;
নাগর সম বাজাও ধীরে ললিত লাস বাঁশীটি
কৈশোরেরি যমুনা-বারি ঝলকে ।

এস হে এস জীবনে !
যুবক সম যুবতী সম যৌবনের কুঞ্জে,
গুঞ্জরিয়া মোহন মদ কাকলি ;
ভ্রমর সম সবুজ পাতে সোনালী মধু ভুঞ্জে,
মিশিয়া যাক্ দিবস-নিশি সকলি ।
পাথার সম অথিরে এস উতাল-তাল ভঙ্গে,
গিরির সম গরব গুরু চরণে ;
তটিনী সম ভাসিয়া এস উছল-ছল রঙ্গে,
ঝরণা সম নিঝর-বারি ঝরণে ।

এস হে এস জীবনে !
নিদ্রা সম স্বপ্ন সম মৃত্যু সম সহাসে,
শ্মশান সম মহান্ মূঢ় দহনে ;
কুসুম সম কোমল কম মলয় মাখা রহসে,
অথবা চির নিবিড় ঘন গহনে।
ভগ্ন-হৃদি-পুলিনে এস ঢেউয়ের মত বহিয়া,
গানের মত হিয়ার বীণা বাজায়ে ;
আশিস্ সম বেদনা সম বন্ধু সম সহিয়া,
শত্রু সম মৃত্যুবাণ সাজায়ে।

এস হে এস জীবনে !
সোহাগ-মাখা চরণে এস নয়ন পথে গলিয়া,
মাণিক সম প্রাণের মণি-কোঠাতে ;
দুর্ব্বিনীত গর্ব্ব সম দহন-তাপে জ্বলিয়া,
ফুটায়ে চির মরণ ময় বোঁটাতে।
এস হে চির জাগর বেশে—অথবা অতি গোপনে,
এস হে মোরে সাধিয়া কিবা সাধায়ে ;
এস হে সারা জীবনে—এস মরণ বীজ-বপনে,
এস হে এস হাসায়ে কিবা কাঁদায়ে।

১৫ ভাদ্র, ১৩২৫

বন্ধুর অভিসার

সুন্দর সুশীতল বন্ধুর প্রেম মোর,
জাগরণে কি স্বপনে ছু'নয়নে ঘুম-ঘোর।
চড়িয়া হাওয়ার রথে
যে দিন সে এলো পথে,
হস্তে সায়ক আর কনক ধনুক-ডোর ;
শিরে হরিতের তাজ,
তরুণ বীরের সাজ,
যেন এই ত্রিভুবন জিনিতে যা' কিছু জোর,
সবখানি জমা হয়ে সাজিয়াছে কি কঠোর !

পথটির পাশে আমি কি আশে ছিলাম ভোর,
চমকি শুনিনু কাছে রথ-ঘর্ঘর-রোর !
হেরিয়া সমর সাজ,
পাইলাম বড় লাজ,
ভাবিলাম,—যার তরে খোলা আছে সব দোর,
সে কেন অরির বেশে
বাণ হাতে হেন এসে
অকারণ রণ-সাজে রাজপথে ঘটা-সোর ?
বিফল হলো কি মোর মুকুলিত কৈশোর ?

কে জানিত, জিনিবারে তরুণ হিয়াটি মোর
এত ছল-ছুতা ধরে' এসেছে নবীন চোর।
কে জানিত, বাণে বাণে
কুসুম হেসেছে গানে,
বিহগ-কাকলি ও যে,—নহে ঘর্ঘর ঘোর ;
দখিনা হাওয়ার রথে,
সে এলো বাসর-পথে,
ঘুচিল মরম-দহা আকুল পিয়াসা-লোর ;
জাগরণ—কি স্বপন—জীবন—মরণ—ভোর।

৩১ ভাদ্র, ১৩২৫

অকারণ

ফুটেছিল একটি গোলাপ কাঁটার বোঁটার 'পরে,
সবটুকু তার সুরভি-শ্বাস ঝর্‌লো রে মোর তরে।
শিশির-ধোয়া সবুজ ঘাসে,
জানিনা কি আকুল আশে,
একে-একে পাঁপ্‌ড়িগুলি পড়্‌লো ঝরে' ঝরে';
রক্ত মরণ কর্‌লো বরণ কেবল আমার তরে।
ওগো বোঁটার ফোটা গোলাপ,
একি আচরণ?
কেন কেন আমার তরে
ঝর্‌লে অকারণ?

গাইতেছিল একটি পাখী তমাল-শাখে বসি,
আমার তরে ফাট্‌লো রে বুক গানেতে উচ্ছ্বসি।
চাঁদের বিমল সুধা পানে,
জানিনা কি বাজ্‌লো গানে,
দারুণ দীর্ণ তরুণ হিয়া সনের দমে আসি।
আমার কোলে পড়্‌লো ঢলে!—নিভ্‌লো চাঁদের হাসি
ওগো সোনার পাখী, তোমার
বাসা উচ্চ ডালে,
কেন কেন আমার তরে
মর্‌লে গো অকালে?

[রেবা]

এক যে নবীন নাগর ছিল, সাগর পারে থানা,
আমার তরে এলো পারে, মান্‌লে না সে মানা
জিন্‌বে বলে' করলো রে পণ,
বাদী হলো সকল ভুবন,
সবার সনে বাধালো সে রণের কাণ্ড নানা,
আমার তরে সেই সমরে ছাড়্‌লো দেহখানা।
ওগো ওগো নবীন নাগর,
সাগর-সেচা ধন,
কেন কেন আমার তরে
ছাড়্‌লো গো জীবন ?

মাতাল হয়ে হাওয়া এলো উতাল-তালে ধেয়ে,
একটিবারও আমার পানে দেখলে না সে চেয়ে।
ঝর্‌লো না সে—গাইলো না সে,
মর্‌লো না সে—রইলো না সে,
কেবল এসে এক নিমেষে চল্‌লো মোরে নিয়ে,
কত সাগর ডিঙিয়ে, কত গিরি-শিখর দিয়ে।
ওগো মাতাল উতাল হাওয়া,
কোথায় তোমার ঘর ?
অকারণে কেন মোরে
কর্‌লে দেশান্তর ?

৩০ ভাদ্র, ১৩২৫